মুহসিন

গুগল এসইও কোর্স

২০২৫

লেখকঃ

মুহাম্মাদ মুহসিন

প্রকাশনায়:

মুহসিন ডট কম

গুগল এসইও কোর্স

লেখকঃ মুহাম্মাদ মুহসিন

www.muhseen.com

বইটি বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য এবং কোনক্রমেই বিক্রির জন্য নয়।

লেখকের কিছু কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। আজকের ডিজিটাল যুগে, যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রযুক্তির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে, তখন একটি সফল ওয়েবসাইটের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো এসইও (SEO) বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। আমরা জানি, মেরুদণ্ড ছাড়া একজন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ঠিক তেমনি, একটি ওয়েবসাইটও এসইও ছাড়া শক্তিশালী ভিত পায় না এবং দীর্ঘমেয়াদী সফলতা অর্জন করতে পারে না।

এসইও শুধুমাত্র ওয়েব ডেভেলপমেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নয়, এটি একটি প্রক্রিয়া যা ওয়েবসাইটকে গুগল এবং অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে আরও দৃশ্যমান এবং জনপ্রিয় করে তোলে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং অত্যন্ত বিস্তৃত ধারণা, যা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং নতুন নতুন কনসেপ্টের উদ্ভাবন ঘটে। এসইও এমন একটি শিল্প, যার কোনো শেষ নেই। তবে, একজন নতুন শিক্ষার্থী হিসেবে যদি আপনি শুধু Google Analytics এবং Google Search Console সম্পর্কে ভালো ধারণা অর্জন করেন, এটি আপনার ওয়েবসাইটকে আশাতীত সফলতা দিতে পারে।

এসইও এর মূল লক্ষ্য হলো ওয়েবসাইটের ভিজিবিলিটি বৃদ্ধি করা, যাতে এটি সার্চ ইঞ্জিনের প্রথম পেজে দেখা যায় এবং আরও বেশি ভিজিটর পায়। কিন্তু এসইও শুধুমাত্র কিওয়ার্ড ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট, ব্যাকলিংক, এবং ইউজার এক্সপেরিয়েন্সও এসইও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসইও এর কাজ শুরু করার জন্য প্রথমত গুগল অ্যানালিটিক্স এবং গুগল সার্চ কনসোলের ব্যবহার শেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি টুল আপনার ওয়েবসাইটের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো বুঝতে সাহায্য করে।

আমরা যদি এসইও সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করি এবং সেটি ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করি, তাহলে আমাদের ওয়েবসাইট খুব দ্রুত সফলতা অর্জন করতে পারে। এসইও কেবল একটি টুল নয়, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, যা আপনাকে ধীরে ধীরে আরও উন্নতি এবং সফলতার দিকে নিয়ে যাবে। আমি আশা করি, এই বইটির মাধ্যমে আপনি এসইও এর মূল ধারণাগুলি জানতে পারবেন এবং আপনার ওয়েবসাইটকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম হবেন।

মুহাম্মাদ মুহসিন

টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

এসইও কি? 7

SEO প্রধানত ২ প্রকারের হয়ে থাকে **7**

ON PAGE SEO 8

OFF PAGE SEO 8

SEO কেন করবো? **8**

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে SEO'র সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত কেমন? **8**

ব্যাকলিংক (BACKLINK) কী? **9**

কেন ব্যাকলিংক ব্যবহার করবো? **10**

ব্যাকলিংক কি ভিজিটর বাড়াতে সাহায্য করে? 11

আমরা কীভাবে ব্যাকলিংক পেতে পারি? 11

যেকোন সাইট থেকে পাওয়া ব্যাকলিংক কি সমান গুরুত্বপূর্ণ? 11

গুগলে ওয়েবসাইট র‍্যাঙ্কিং 12

১. ভালো ও প্রয়োজনীয় কনটেন্ট আপলোড করা 12

২. আর্টিকেলের জন্য ভালো TITLE TAG বাছাই করুন 13

৩. TAG ব্যবহারে আরো যত্নবান হবেন 14

৪. ওয়েবসাইটের লোডিং স্পীড দ্রুত করুন 14

৫. ব্লগ পোস্টের লিংক কাস্টমাইজ করুন 15

৬. যথেষ্ট পরিমাণে INTERNAL LINKING করুন 15

৭. ALT TAG এর যথাযথ ব্যবহার করুন 15

৮. ফ্রি অথবা প্রিমিয়াম প্লাগিন ব্যবহার করুন 16

৯. অন্যের ওয়েবাসাইটে গেস্ট হিসেবে লিখুন এবং ব্যাকলিংক নিন 16

১০. নিজেকে আপডেট রাখা 17

GOOGLE ANALYTICS 18

GOOGLE ANALYTICS 18
GOOGLE ANALYTICS এর কাজ কি? 18
GOOGLE ANALYTICS এর সুবিধাগুলো 19
কেন ব্যবহার করব GOOGLE ANALYTICS ? 19
১. GOOGLE ANALYTICS সম্পূর্ণ ফ্রি 20
২. অটোমেটিক ডেটা সংগ্রহ 20
৩. পছন্দমত রিপোর্ট দেখা 20
৪. অন্যান্য টুলসের সাথে সহজে INTEGRATE করা 21
৫. ভিজিটরদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানা 21
৬. বাউন্স রেট 21
৭. পারফেক্ট সোশ্যাল মিডিয়াগুলো টার্গেট 22
ওয়েবসাইটে GOOGLE ANALYTICS সেটাপ 22

GOOGLE SEARCH CONSOLE এর কাজ কি? 26

কেন GOOGLE SEARCH CONSOLE ব্যবহার করবেন? 27
GOOGLE SEARCH CONSOLE কিভাবে ব্যবহার করবেন? 28

DOMAIN PROPERTY এবং URL PREFIX এর মধ্যে পাথক্য কি? 30

DOMAIN PROPERTY 30
URL PREFIX 30
আপনি কোনটি করবেন? DOMAIN PROPERTY নাকি URL PREFIX ? 31
সাইটম্যাপ (SITEMAP) 31
সাইটম্যাপ কেন ব্যবহার করবো? 32
ওয়েবসাইটে সাইটম্যাপ সেটাপ 33

এসইওর কিছু ভুল প্রাকটিস 37

১. নিম্নমানের হোস্টিং ব্যবহার করা 37
২. ফ্রি ডোমেইন ব্যবহার করা 38

৩. নিম্ন মানের থিম ব্যবহার করা 39
৪. নিম্নমানের আর্টিকেল পোস্ট করা 40
৫. কীওয়ার্ড রিসার্চ 41
৬. কীওয়ার্ড অপটিমাইজ 41
৭. INTERLINKING ব্যবহার 42
৮. সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার 43
৯. গেস্ট ব্লগিং না করা 43
১০. নিয়মানুবর্তিতার অভাব 44

এসইও কি?

আপনার যদি একটি ওয়েবসাইট থাকে যেখানে আপনি নিয়মিত কনটেন্ট আপলোড করেন, তাহলে আপনাকে SEO শব্দটির সাথে পরিচিত হতে হবে। কারণ, একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা এবং তাতে নিয়মিত কনটেন্ট আপলোড করাই শেষ কথা না। আপনার তৈরি করা কনটেন্টগুলো ভিজিটরদের কাছে পৌঁছাচ্ছে কি না, সেটা নিশ্চিত করাও অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। SEO এর পূর্ণরূপ Search Engine Optimization (সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন)। একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা কনটেন্টগুলো কোন সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করা হলে তা যেন ভিজিটরের সামনে চলে আসে, সেই অনুযায়ী ওয়েবসাইট এবং ওয়েবসাইটের কনটেন্টকে অপটিমাইজ করার নামই SEOI কি... বুঝতে একটু কঠিন মনে হচ্ছে?

চলুন, আরেকটু সহজভাবে বোঝা যাক। মনে করুন, আপনি আপনার ওয়েবসাইটে Photo Editing সম্পর্কিত বিভিন্ন টিউটোরিয়াল প্রকাশ করেন। সুতরাং আপনি চাচ্ছেন, কেউ যদি গুগলে Photo Editing Tutorial লিখে সার্চ করে, তাহলে আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলো তার সামনে আগে চলে আসবে এবং সেখান থেকে ওই ভিজিটর আপনার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করবে।

এখানে চিন্তা করুন যে, শুধুমাত্র আপনিই Photo Editing সম্পর্কিত টিউটোরিয়াল প্রকাশ করেন না, আপনার মতো আরো অনেকেই আছে, যারা একই ধরনের টিউটোরিয়াল প্রকাশ করে। অথচ গুগল আপনার ওয়েবসাইটকেই কেন সার্চ রেজাল্টে সবার আগে দেখাবে? এর কারণ হচ্ছে, আপনি আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলোকে গুগল সার্চে সবার আগে নিয়ে আসার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করেছেন। আর এই কৌশলই হচ্ছে Search Engine Optimization বা SEO l

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি, SEO এমন একটি কৌশল বা নিয়ম যার ব্যবহার করে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলোকে গুগলসহ যেকোন সার্চ ইঞ্জিনে র‍্যাঙ্ক করাতে পারি এবং আমাদের ওয়েবসাইটে প্রচুর পরিমাণে ভিজিটর নিয়ে আসতে পারি।

SEO প্রধানত ২ প্রকারের হয়ে থাকে

On Page SEO

যে SEO ওয়েবসাইটের ভিতরে করা হয়ে থাকে, তাকে On Page SEO বলে। যেমন কনটেন্টের সাথে টাইটেল, ট্যাগ, কিওয়ার্ড ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক আছে কি না, তা নিশ্চিত করা।

Off Page SEO

যে SEO ওয়েবসাইটের বাইরে করা হয়ে থাকে, তাকে On Page SEO বলে। যেমন বিভিন্ন ব্লগ, সোশ্যাল মিডিয় বা ফোরামে ওয়েবসাইটের লিংক শেয়ার করা। অথবা ওয়েবসাইটের জন্য ব্যাকলিংক তৈরি করা ইত্যাদি।

SEO কেন করবো?

প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম, একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা এবং তাতে নিয়মিত কনটেন্ট আপলোড করাই শেষ কথা না। তৈরি করা কনটেন্টগুলো ভিজিটরদের কাছে পৌঁছাচ্ছে কি না, সেটা নিশ্চিত করাও অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুতরাং আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলো যেন গুগলে সার্চ করে সবার আগে ভিজিটরের কাছে পৌঁছায়, তার জন্য আপনার ওয়েবসাইটকে অপটিমাইজ করা অপরিহার্য।

এটা মনে রাখতে হবে যে, আপনি যদি ওয়েবসাইটকে SEO না করেন, তাহলে আপনার কনটেন্টগুলো সার্চ ইঞ্জিনে তৃতীয় অথবা চতুর্থ পেজে দেখাবে। হয়তো দেখাবেই না। আর খুব সংখ্যক মানুষই আছেন, যারা গুগলে কোন তথ্য সার্চ করে দ্বিতীয় পেজে যান। অর্থাৎ, বেশিরভাগ ভিজিটরই ওই ওয়েবসাইটগুলোতে প্রবেশ করবে, যেগুলো সার্চ ইঞ্জিনের প্রথম পেজে প্রদর্শিত হয়েছে। আর যেহেতু আপনার ওয়েবসাইটটি সার্চ ইঞ্জিনের প্রথম পেজে প্রদর্শিত হচ্ছে না, ফলে আপনি সম্ভাব্য প্রচুর পরিমাণে ভিজিটর হারাবেন।

সুতরাং বর্তমান প্রতিযোগিতার বিশ্বে SEO ছাড়া সার্চ ইঞ্জিন থেকে ভিজিটর বা ট্রাফিক পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সাধারণত SEO ছাড়া কোনো ওয়েবসাইটকেই সার্চ ইঞ্জিন র‍্যাঙ্কই করে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে SEO'র সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত কেমন?

আমাদের দেশে বর্তমানে বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে অনেকেই বসে আছেন কাজের সন্ধানে কিংবা একটি চাকরির জন্য। তবে তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে SEO জানলে বসে থাকার কোনো কারণ নেই। শুধু SEO-ই নয়, প্রযুক্তিগত যেকোনো সেক্টরে দক্ষতা থাকলে লোকাল মার্কেটে আপনি অনেক কাজ খুঁজে পাবেন। আর অনলাইন মার্কেটপ্লেস তো আছেই।

আর ওয়েব ডেভেলপারদের ক্ষেত্র SEO এর বিস্তর জ্ঞান থাকাটা অতীব জরুরী। কারণ, SEO সম্পর্কে জ্ঞান নেই, এমন ওয়েব ডেভেলপারকে কখনোই একজন পরিপূর্ণ ডেভেলপার বলা যায় না।

প্রতিনিয়ত আমাদের দেশে হাজার হাজার ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে। আর তাই SEO এর চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিনিয়ত। বিশ্ব বাজারে SEO এখন বিলিয়ন ডলার মার্কেটে রূপ নিয়েছে। আর বাংলাদেশেও অদূর ভবিষ্যতে SEO হবে একটা বিশাল কর্মসংস্থানের জায়গা। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এই কাজে নিয়োজিত রয়েছেন লাখ লাখ ফ্রিল্যান্সার এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ ফ্রিল্যান্সারই SEO এর কাজ করে থাকেন। অনলাইন মার্কেটপ্লেসগুলোতে SEO'র যে পরিমাণ প্রজেক্ট কিংবা কাজ রয়েছে তা মোট প্রজেক্ট কিংবা কাজের প্রায় অর্ধেক হবে।

সুতরাং বলা যেতে পারে দেশে কিংবা বিশ্ব বাজারে SEO'র সম্ভাবনা অফুরন্ত এবং SEO এক্সপার্টদের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। তাই SEO তে সফলতা অর্জন করতে হলে আপনার প্রয়োজন লেগে থাকার মানুসিকতা এবং কঠোর পরিশ্রম। পরিশ্রম মানেই কঠিন কিছু নয়। যেকোন স্কিল শিখার ক্ষেত্রে মন দিয়ে লেগে থাকলে সফলতা আসবেই ইনশাআল্লাহ।

ব্যাকলিংক (Backlink) কী?

আমরা যখন কোন ওয়েবসাইটকে গুগলে র‍্যাঙ্ক করাতে চাই, তখন স্বভাবতই অন্যান্য বিষয়ের সাথে ব্যাকলিংক কথাটি চলে আসে। কি এই ব্যাকলিংক?

এটা কেন ব্যবহার করতে হয়? এটার কীভাবে কাজ করে? আর এই ব্যাকলিংক আমরা কীভাবে তৈরি করতে পারি?

ব্যাকলিংক হচ্ছে একটি এক্সটারনাল লিংক (External Link) যা অন্য একটি ওয়েবসাইট থেকে আপনি আপনার সাইটে পেয়ে থাকেন। আরো সহজভাবে বললে, যখন অন্য কেউ তাদের ওয়েবসাইটের কোন এক কনটেন্টে আপনার সাইটের লিংক প্রকাশ করে, তখন তাকে ব্যাকলিংক বলে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

মনে করুন আপনার একটি ওয়েব সাইট আছে এবং সেই সাইটের লিংকটি আপনি অন্য একটি সাইটে রাখলেন। অথবা অন্য কেউ আপনার সাইটের লিংকটি তার ওয়েবসাইটে ভিজিটরদের ভিজিট করার জন্য দিল। তাহলে যে সাইটে আপনার সাইটের লিংক প্রকাশ করা হলো, সেই সাইটে আপনি আপনার সাইটের জন্য একটি ব্যাকলিংক পাবেন।

- অন্য ওয়েবসাইট
- আপনার ওয়েবসাইট
- ব্যাকলিংক

আবার ধরুন, আপনার বন্ধু আপনাকে জিজ্ঞেস করলো সে কিভাবে ওয়েব ডিজাইন ডিজাইন শিখতে পারে? আপনি তাকে উত্তর দিলেন ওয়েব

ডিজাইন শিখতে কোর্সটিকার এই লেখাটি পড়ো। তাহলে, সেটি হয়ে গেল একটি ব্যাকলিংক।

ব্যাকলিংক হচ্ছে নিজের সাইটের লিংক অন্য কোন সাইটে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাবমিট করা এবং সেই লিংকের মাধ্যমে ওই সাইটের ভিজিটরদের আপনার সাইটে নিয়ে আসা। এটা সরাসরি হতে পারে, পরোক্ষভাবে হতে পারে কিংবা উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতেও হতে পারে।

যেমন আপনি যদি কোন সাইটের নির্দিষ্ট একটি কনটেন্টে নিজের মতামত প্রকাশ করে তার সাথে আপনার সাইটের লিংকটিও সংযুক্ত করে দেন এবং ওই সাইটের এডমিন যদি কমেন্টটি এ্যাপ্রুভ করে, তাহলে আপনি একটি ব্যাকলিংক পেয়ে গেলেন। আবার আপনি সরাসরি কোন ওয়েবসাইটের এডমিনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যেন তারা তাদের পরবর্তী কোন কনটেন্টে আপনার সাইটকে উল্লেখ করে।

কেন ব্যাকলিংক ব্যবহার করবো?

একটি সাইটের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে ব্যাকলিংক বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটকে গুগল সার্চে শীর্ষে নিয়ে যেতে চান, তাহলে আপনাকে আপনার ওয়েবসাইট এসইও (সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ) করতে হবে।

আর অফ পেজ এসইও এর ধাপগুলোর মধ্যে লিংক বিল্ডিং বা ব্যাকলিংক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একটি ব্যাকলিংক মানে, আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলোর প্রতি একটি সমর্থন। আর ১০০ টি ব্যাকলিংক মানে আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলোর প্রতি ১০০ টি সমর্থন। অর্থাৎ আপনার সাইটের যত ব্যাকলিংক রয়েছে, কনটেন্টগুলোর গ্রহণযোগ্যতাও তত বেশি।

আমরা যে কোন তথ্য জানার জন্য গুগলে সার্চ করি। গুগল সার্চে ওই সকল ওয়েবসাইটগুলোই শীর্ষে অবস্থান করে যাদের ব্যাকলিংক বেশি। কারণ গুগল কখনোই চাইবে না, যে সাইটগুলোর জনসমর্থন নেই, সেই সাইটগুলো আপনার সামনে এনে দিক। আর এই গুগল সার্চ ইঞ্জিনের কাছে ব্যাকলিংক তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সুতরাং যদি প্রতিনিয়ত আপনার সাইটের

ব্যাকলিংক বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সার্চ ইঞ্জিন আপনার সাইটকে গুরুত্ব বেশী দেবে এবং র‍্যাংক প্রদান করবে।

ব্যাকলিংক কি ভিজিটর বাড়াতে সাহায্য করে?

অব্যশই। ব্যাকলিংক যেভাবে আপনার সাইটকে গুগল র‍্যাংক পেতে সাহায্য করে, ঠিক ভিজিটর বাড়াতেও সাহায্য করে। যখন কোন ওয়েবসাইটের কনটেন্ট বা পোস্টে আপনার ওয়েবসাইটের লিংক করানো থাকে, তখন ওই ওয়েবসাইট থেকে আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিটর আসার সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

আমরা কীভাবে ব্যাকলিংক পেতে পারি?

কোন সাইটের কোন কনটেন্টে বা মন্তব্যে বা অন্য কোথাও যদি আপনার সাইটের লিংক দেয়া থাকে তাহলে সেটা আপনার সাইটের জন্য ব্যাকলিংক হিসেবে ধরে নেয়া হবে। যদিও এসইও'র ক্ষেত্রে এটি একটি পুরোনো পদ্ধতি। যা বর্তমানে এড়িয়ে চলতে বলা হয়ে থাকে। এমন অনেক ফোরাম আছে যেখানে কেউ তার মতামত ব্যক্ত করার সময়ে যদি আপনার সাইটের লিংক উল্লেখ করে তাহলে আপনি একটি ব্যাকলিংক পাবেন। আপনি আরো অনেক ভাবেই ব্যাকলিংক পেতে পারেন। যেমন:

কোন ব্লগসাইটে গেস্ট ব্লগার হিসেবে আর্টিকেল লেখার মাধ্যমে

- ফোরাম টিউনিং এর মাধ্যমে
- কোন ব্লগে মন্তব্য করার মাধ্যমে
- কোন ফোরামে মন্তব্যের করার মাধ্যমে

ব্যাকলিংক পাওয়ার এই পদ্ধতিগুলো সার্চ ইঞ্জিন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তবে এর বাইরেও আপনি অন্যান্য উপায়ে ব্যাকলিংক পেতে পারেন। যেমন কোন ওয়েবসাইটের সাথে লিংক এক্সচেঞ্জ। অর্থাৎ অন্য সাইট এডমিনের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে।

বিভিন্ন সাইটে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের মাধ্যমে আপনি ব্যাকলিংক সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়াও আপনি চাইলে ব্যাকলিংক কিনতেও পারেন।

যেকোন সাইট থেকে পাওয়া ব্যাকলিংক কি সমান গুরুত্বপূর্ণ?

একদমই না। আপনাকে ব্যাকলিংক দেবে, এরকম শতশত সাইট হয়তো আপনি পাবেন। কিন্তু গুগলে আপনার সাইট র‍্যাঙ্ক পাওয়ার জন্য সব ব্যাকলিংকই একই রকমের গুরুত্বপূর্ণ না। আপনাকে সব সময় ওই সকল সাইট থেকেই ব্যাকলিংক নেয়ার চেষ্টা করতে হবে, যাদের নিজেদের র‍্যাঙ্কিং ভালো।

গুগলে ওয়েবসাইট র‍্যাঙ্কিং

বর্তমান এই প্রতিযোগিতামূলক অনলাইন দুনিয়ায় সবাই চায় তার ওয়েবসাইটটি সার্চ ইঞ্জিনে শীর্ষে থাকুক। কিন্তু হতাশার কথা হচ্ছে খুব কম সংখ্যক মানুষই তা পেরে থাকে। আপনার ওয়েবসাইটে ভালো কনটেন্ট থাকলেই তা বেশি ট্রাফিক পাবে বা গুগলে র‍্যাঙ্ক করবে, এমনটা ভাবা ভুল। একটি ওয়েবসাইটের কনটেন্ট সার্চ ইঞ্জিনে র‍্যাঙ্ক করবে কি না, তা নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে এসইওর ওপরে। আর বেশির ভাগ ওয়েবসাইটই এই পরীক্ষাটিতে উত্তীর্ণ হতে পারেন না। ফলে প্রত্যাশিত ভিজিটর না পেয়ে ক্রমাগত হতাশায় ভোগেন।

গুগলে ওয়েবসাইট র‍্যাঙ্কি করাটা খুব সহজ কোন কাজ না। এর জন্য আপনাকে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যেতে হবে এবং আগ্রহ বজায় রাখতে হবে। চলুন, ১০ টি টিপস জানি, যা দিয়ে আপনি আপনার ওয়েবসাইটকে গুগলে র‍্যাঙ্কিং এর চেষ্টা করতে পারেন।

১. ভালো ও প্রয়োজনীয় কনটেন্ট আপলোড করা

আপনি আপনার ওয়েবসাইটে হয়তো প্রতিদিনই কিছু না কিছু আপলোড করছেন। কিন্তু আপনকে মনে রাখতে হবে, এই কনটেন্টগুলো যেন যা-তা না হয়ে যায়। অর্থাৎ ভিজিটরের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অত্যান্ত সুন্দর ও সু-শৃঙ্খল কনটেন্ট আপলোড করা উচিত। সময় বিশেষে ট্রেন্ড অনুসরণ করা উচিত এবং ভিজিটররা কোন জাতীয় কনটেন্ট চায় তার প্রতি ভালো জ্ঞান রাখা জরুরী।

প্রয়োজনীয় বিষয়টি নির্বচন করে আপার কনটেন্টগুলোকে খুব সুন্দরভাবে সাজান। যদি আপনার ওয়েবসাইটটি ব্লগ ভিত্তিক হয়ে থাকে, তাহলে আপনার লেখাগুলোকে আরো বেশি তথ্যবহুল করে তুলুন। একটা কথা মনে রাখুন, গুগল দীর্ঘ এবং তথ্যবহুল কনটেন্ট পছন্দ করে। আপনার কনটেন্ট যত বেশি তথ্যবহুল থাকবে, একজন ভিচজিটরের আপনার সাইটের প্রতি তত বেশি আগ্রহ বাড়বে। ফলে খুব সম্ভাবনা বেড়ে যায়, এর পর উক্ত ভিজিটর এরপর থেকে সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ না করে সরাসরি আপনার ওয়েব এড্রেস লিখে আপনার সাইট ভিজিট করার।

২. আর্টিকেলের জন্য ভালো Title Tag বাছাই করুন

ব্লগ জাতীয় ওয়েবসাইট এসইও করার ক্ষেত্রে আর্টিকেলের সবচেয়ে জরুরি অংশ হলো Title বা শিরোনাম। আর্টিকেলের জন্য ভালো Title Tag নির্বাচন করা অন পেজ এসইও'র অন্তর্ভুক্ত। যদি আপনি আপনার আর্টিকেলের জন্য ভালো Title Tag ব্যবহার করেন, তাহলে সার্চ ইঞ্জিন থেকে ভিজিটর প্রথমেই আপনার ওয়েবসাইটের লিংকে ক্লিক করবে।

আর সার্চ ইঞ্জিন হোক বা সোশ্যাল মিডিয়া, আপনার আর্টিকেলের Title দেখেই পাঠক আকর্ষিত হবে এবং পুরো আর্টিকেল পড়বে। সুতরাং এমন Title লিখুন যেটা খুব সহজে বুঝা যায় বা যেটা পরেই পুরো আর্টিকেলের বিষয়টি বুঝা যায়। তাহলে Google Search Result থেকে হোক বা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে, আপনার ব্লগের সেই লিংকে সবাই ক্লিক করবে। আর একটা কথা মনে রাখুন,

যদি Google Search Result এ বেশিভাগ লোক আপনার ব্লগের লিংকে ক্লিক করে, তাহলে আপনার ব্লগের CTR – Click Through Rate ভালো হয়। যা ওয়েবসাইটকে গুগলে জনপ্রিয় করতে আরো সাহায্য করে। গুগল সার্চ থেকে আপনার ব্লগে বেশি ক্লিক হওয়া বা CTR ভালো হওয়া মানে আপনার ব্লগের প্রতি গুগলের নজরে ভালো হওয়া।

কারণ, আপনার আর্টিকেল লিংকে বেশিভাগ ক্লিক হওয়া মানে ভিজিটর রা আপনার আর্টিকেলে তথ্য পরে ভালো পেয়েছেন এবং এতে গুগল আর্টিকেলগুলোই আগে দেখাবে।

৩. Tag ব্যবহারে আরো যত্নবান হবেন

কনটেন্ট আপলোডের পূর্বে অবশ্যই আপনার কনটেন্ট রিলেটেড কিছু Tag যুক্ত করুন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অনেকে Tag অপশনটি খালি রাখেন। এটা চূড়ান্ত একটি ভুল কাজ।

গুগল আপনার কনটেন্টগুলো Tag দেখেই খুঁজে বের করবে। আর আপনি যদি কোন Tag ব্যবহার না করেন, সেক্ষেত্র গুগল সার্চের প্রথম পেজে কখনোই স্থান দখল করতে পারবেন না।

তাই চেষ্টা করুন, আপনি যে বিষয়ের ওপর কনটেন্ট লিখেছে, তার সাথে সম্পর্কযুক্ত Tag যোগ করে দিতে। অর্থাৎ, সার্চ ইঞ্জিনে কি কি লিখলে আপনার কনটেন্টগুলো চলে আসবে, চেষ্টা করুন সেই জাতীয় Tag তৈরি করতে।

৪. ওয়েবসাইটের লোডিং স্পীড দ্রুত করুন

ওয়েবসাইট এসইও করার ক্ষেত্রে যেকোন ওয়েবসাইটের লোডিং স্পীড অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি এমন কোন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেন, যার পেজগুলো লোডিং হতে অনেক বেশি সময় নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি ওই ওয়েবসাইটকে পছন্দ করবেন না।

ঠিক একই ভাবে কোন ভিজিটর তথ্য সংগ্রহের জন্য আপনার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে লোডিং স্পীড যদি কম পায়, তাহলে সে বিরক্ত হয়ে অন্য ওয়েবসাইটে প্রবেশ করবে। তাই চেষ্টা করুন সবোচ্চ ৫ সেকেন্ডের মধ্যে আপনার ওয়েবসাইটকে লোড করার। এর ফলে আপনার কোন ভিজিটর যিনি আপনার ব্লগে আর্টিকেল পড়তে এসেছেন, তা খুব তাড়াতাড়ি দেখতে বা পড়তে পারেন।

পক্ষান্তরে, পেজ ধীর গতিতে লোড হওয়ার দরুণ ভিজিটর যদি আপনার সাইট থেকে চলে যায়, তাহলে তা Google Search বা অন্য সার্চ ইঞ্জিনের কাছে আপনার ব্লগের খারাপ ইমেজ তৈরী হয়। আর, ধীর গতির ওয়েবসাইট হওয়ার জন্য সার্চ ইঞ্জিন আপনার ওয়েবসাইট প্রথম স্থানে না রেখে তাকে পিছাতে থাকে এবং ওই সকল ওয়েবসাইটকে সামনে নিয়ে আসে যাদের লোডিং স্পীড তুলনামূলক দ্রুত।

৫. ব্লগ পোস্টের লিংক কাস্টমাইজ করুন

আপনার ওয়েবসাইট নতুন কোন বিষয় নিয়ে আর্টিকেল লেখার শুরুতে আগে ভেবে নিন লিংক কেমন হবে। অনেকেই লিংকের এই বিষয়টিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয় না। ফলে কাঙ্খিত ফলাফল থেকে বঞ্চিত হয়। আপনার ব্লগ পোস্টের লিংক কেমন হবে, তা আপনি খুব সহজেই নির্বাচন করতে পারেন। আপনি ব্লগস্পট ব্যবহার করেন অথবা ওয়ার্ডপ্রেস, আপনি এই দুটি প্লাটফর্ম থেকেই আর্টিকেলের URL address সেট করে নিতে পারবেন। ব্লগ আর্টিকেলের URL address এ সবসময় রিলেটেড keyword ব্যবহার করুন। এছাড়া সব সময় চেষ্টা করুর URL address টিকে ছোট রাখার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আপনার লেখা আর্টিকেল যদি এমন হয় যে, “SEO কি এবং ব্লগে এর ব্যবহার কিভাবে করবো করবো” তাহলে আপনি আর্টিকেলের URL address সেট করুন এভাবে: “Seo-মানে-কি” অথবা “এসইও-কি-এবং-এর ব্যবহার” ।

এভাবে ছোট ও পরিষ্কার URL address এবং তাতে keyword ব্যবহার করলে Google সহজে বুঝতে পারে যে আপনি কিসের ওপরে আর্টিকেল লিখেছেন।

এতে আপনার লেখা আর্টিকেল Google সার্চে ভালো ভাবে Rank করার সুযোগ থাকে।

৬. যথেষ্ট পরিমাণে Internal linking করুন

ইন্টারনাল লিংকিং অন পেজ এইসইও এর অন্তর্ভুক্ত। অনেকেই হয়তো Internal linking এর বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি জানেন না। Internal linking হলো আপনার ব্লগের একটি পোস্টের মধ্যে অন্য একটি পোস্টের লিংক উল্লেখ করা। যেমন আমি যদি লিখি: কিভাবে শিখবেন গ্রাফিক্স ডিজাইন, তা পড়ে আসুন এখান থেকে। তাহলে এটা একটি Internal linking | একটি ভালো Internal linking এর concept আপনার ব্লগের আর্টিকেল Google সার্চে র‍্যাঙ্ক করতে অনেক সহায়তা করে। পাশাপাশি আপনার ওয়েবসাইটের অন্যান্য পেজগুলোর ভিজিটরের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৭. ALT Tag এর যথাযথ ব্যবহার করুন

রিলেটেড ট্যাগ অপশনের মতোই ALT Tag ট্যাগও অনেক ব্লগারের কাছেই অবহেলিত একটি অপশন। অথচ এই অপশনগুলো দেয়াই হয়ে থাকে আপনার কনটেন্টকে এসইও উপযোগী তৈরি করতে। আপনি যখন আপনার ওয়েবসাইটে কোন আর্টিকেল লেখেন, তখন নিশ্চয়ই তার সাথে বেশ কিছু ইমেজ বা ছবি ব্যবহার করেন।

যখন ব্লগে ছবি আপলোড করবেন তখন "Alt tag" নামে একটি অপশন পাবেন। সেটির যথাযথ ব্যবহার করুন। Alt tag অপশনে ওই ছবিটি ব্যতিক্রম আর কি কি কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলে পাওয়া যাবে, তা সংক্ষেপে লিখুন। ALT Tag থাকলে Google এবং অন্য সার্চ ইঞ্জিন বুঝতে পারে যে আপনার আপলোড করা ছবিটি কিসের সাথে সম্পর্কিত। তাই ALT Tag অবশ্যই ব্যবহার করবেন এবং ALT Tag এ keyword এর ব্যবহার রাখবেন।

৮. ফ্রি অথবা প্রিমিয়াম প্লাগিন ব্যবহার করুন

বর্তমানে অনেক প্লাগিন আছে, যেগুলো আপনার কনটেন্ট এসইও ফ্রেন্ডলি কি না তা দেখিয়ে দেবে। এ ধরনের প্লাগিনগুলো ফ্রি অথবা প্রিমিয়াম দুটি ক্যাটাগরিতেই পাওয়া যায়।

এদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় একটি প্লাগিন হচ্ছে ইয়োস্ট এসইও (Yoast Seo)। Yoast Seo এর মাধ্যমে আপনি এসইও ফ্রেন্ডলি টাইটেল নির্বাচন করতে পারবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার কনটেন্ট শেয়ার করলে তার কি ডিসক্রিপশন (বর্ণনা) প্রদর্শন করবে, তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মোটামুটি এ সুবিধাগুলো আপনি Yoast Seo এর ফ্রি ভার্সনেই পাবেন। এর থেকে বেশি ও কার্যকরী সুবিধা পেতে আপনাকে প্রিমিয়াম ভার্সনে আপগ্রেড করতে হবে।

৯. অন্যের ওয়েবাসাইটে গেস্ট হিসেবে লিখুন এবং ব্যাকলিংক নিন

এটা এখন সর্বজন স্বীকৃত যে, ওয়েবসাইট এসইও করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে যে বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে ব্যাকলিংক। গুগল তার সার্চে টপে নিয়ে আসার জন্য ওই সকল ওয়েবসাইটকে খোঁজে, যার ব্যাকলিংক তুলনামূলক বেশি। তাই আপনাকে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যাকলিংক বিল্ড করতে হবে।

এ জন্য আপনি পরিচিত অন্য কারো ওয়েবসাইটে গেস্ট ব্লগার বা অতিথী লেখক হিসেবে লিখতে পারেন। এর ফলে আপনি সুযোগ পাবেন, আপনার ওয়েবসাইটের লিংকগুলো তাদের ওয়েবসাইটে শেয়ার করার। এভাবে আপনি যত বেশি ব্যাকলিংক বিল্ড করতে পারবেন, আপনার ওয়েবসাইটের DA অর্থাৎ Domain

আপনি ইচ্ছে করলেই কোর্সটিকা ব্লগে একজন গেস্ট ব্লগার হিসেবে লিখতে পারেন এবং আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ব্যাকলিংক তৈরি করতে পারেন। কোর্সটিকা ব্লগে লিখতে চাইলে আপনার লেখাগুলো পাঠিয়ে দিন mail@courstika.com এই ঠিকানায়।

Authority তত বেশি বাড়িয়ে নিতে পারবেন। ফলে আপনার ব্লগ গুগল সার্চে শীর্ষ ১০ result এ দেখানোর সুযোগ থাকবে।

১০. নিজেকে আপডেট রাখা

সবশেষ পরামর্শ হচ্ছে নিজেকে নিয়মিত আপডেট রাখতে হবে। হতে পারে আপনি এসইও সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই জানেন। তবে আপনি যদি সেই ২০১১ কিংবা ২০১৪ সালের এসইও পদ্ধতিগুলো জেনে বসে থাকেন এবং সেগুলোই এখনও প্রয়োগ করেন, তাহলে এখন আপনি কোনভাবেই সেই আগের পদ্ধতিগুলো দিয়ে ওয়েবসাইট র‍্যাঙ্ক করাতে পারবেন না। সার্চ ইঞ্জিনের অপটিমাইজেশন পদ্ধতি প্রতিনিয়তই আপডেট হচ্ছে। আর তার সাথে সাথে ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে এসইও করার পূর্বের টেকনিকগুলো। তাই ভালো ফলাফল পেতে বর্তমান সময় ও প্রযুক্তির সাথে নিজেকে আপডেট করে নিতে হবে। বর্তমান সময়ে পুরোনো ধ্যান-ধারণা কখনোই আপনাকে একটি ওয়েবসাইট র‍্যাঙ্ক করাতে সফল করবে না।

Google Analytics

ওয়েবসাইটের অফ-পেজ ডেটা রিসার্সের একটি জনপ্রিয় টুলস হচ্ছে Google Analytics। এটি গুগলের একটি প্লাটফর্ম যা একটি ওয়েবসাইটের যাবতীয় সকল ডেটা সংগ্রহ করে তা আপনার কাছে প্রতিদিন, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করে।

Google Analytics

Google Analytics আপনার ওয়েবসাইটে আসা ভিজিটরদের নিয়ে বিশ্লেষণ করে। একজন ভিজিটর আপনার ওয়েবসাইটে এসে কি করে, কোন পেজ ভিজিট করে, কতক্ষণ ধরে ভিজিট করে ইত্যাদিসহ যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে আপনাকে তা প্রদান করে। এর ফলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলো নিয়ে ভাবতে পারেন এবং কিভাবে কনটেন্টগুলো আরো উন্নত করা যায় সেই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারেন।

Google Analytics এর কাজ কি?

Google Analytics আপনার ওয়েবসাইটে আসা ভিজিটরদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ে রিসার্চ করে আপনাকে পূর্ণাঙ্গ এসইওতে সাহায্য করে। এটি ভিজিটরের সংখ্যা, লোকেশন, ব্যবহার করা ডিভাইস ইত্যাদিসহ আরো নানাবিধ তথ্য আপনাকে প্রদান করে। এছাড়াও একজন ব্যবহারকারী কোন সোর্স থেকে এসেছে সে সম্পর্কেও রিপোর্ট প্রদান করে।

Google Analytics আপনার ওয়েবসাইটে থাকা প্রতিটি পেজ লোডের সাথে সাথে ভিজিটর সম্পর্কিত ডেটা আপডেট করতে থাকে। পরবর্তীতে সেই ডেটাগুলো আপনাকে রিপোর্ট আকারে প্রদান করে।

এর মধ্যে অন্যতম হল “Sessions”। তখনই একটি Session শুরু হয় যখন কোন ইউজার আপনার সাইটটি ভিজিট করা শুরু করে। কোন ইউজার যদি আপনার ওয়েবসাইটের কোন পেইজে এসে ৩০ মিনিট অবস্থান করে এবং কোন ধরনের এক্টিভিটিস না করে, সেক্ষেত্রে Session টি সেখানেই শেষ হবে। পরবর্তীতে ইউজার যদি সাইটে প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে নতুন Session হিসেবে গণ্য হবে।

Google Analytics এর সুবিধাগুলো

একটি ওয়েবসাইটে এই মুহূর্তে কতজন ভিজিটর রয়েছেন, তার সংখ্যা জানা যাবে।

প্রতিটি ভিজিটর পৃথকভাবে কোন পেজ ভিজিট করছেন বা কোন আর্টিকেলটি পড়ছেন, তা সম্পর্কে

জানা যাবে।

প্রতিটি ভিজিটরের লোকেশন অর্থাৎ তিনি কোন দেশ থেকে ওয়েবসাইট ভিজিটর করছেন, সেই তথ্য জানা যাবে।

- একজন ভিজিটর কোন ডিভাইস দিয়ে ওয়েবসাইট ভিজিট করছেন, যেমন: কম্পিউটার, মোবাইল নাকি ট্যাব সে সম্পর্কে জানা যাবে।
- ভিজিটর কোন মাধ্যমে ওয়েবসাইটে এসেছেন? তিনি কি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এসেছেন? সরাসরি ওয়েবসাইটের লিংক টাইপ করে এসেছেন নাকি গুগল সার্চ থেকে ওয়েবসাইটে এসেছেন? তা বিস্তারিত জানা যাবে।
- একজন ভিজিটর কোন ব্রাউজার থেকে ওয়েবসাইটটি ভিজিট করছে (গুগল ক্রোম, মজিলা ফায়ারফক্স, অপেরা, ইউসি ব্রাউজার ইত্যাদি) জানা যাবে।
- ওয়েবসাইটে থাকা নির্দিষ্ট কোন পেজ কতবার ভিজিট করা হয়েছে তার সঠিক তথ্য জানা যাবে।
- একজন ভিজিটর আপনার ওয়েবসাইটে এসে কতক্ষণ থাকছে তার গড় হিসেব জানা যাবে।
- দিনের কোন সময়ে আপনার ওয়েবসাইটে বেশি ভিজিটর থাকে এবং কখন কম ভিজিটর থাকে, তা জানা যাবে।
- আপনার ওয়েবসাইটের বাউন্স রেট সম্পর্কে জানতে পারবেন।

কেন ব্যবহার করব Google Analytics ?

অফ-পেজ এসইওর ক্ষেত্রে Google Analytics গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য একটি টুল। আপনার ওয়েবসাইটকে গুগল র‍্যাঙ্কিং এ শীর্ষে নিয়ে যেতে চাইলে Google Analytics ব্যবহারের বিকল্প

নেই। আপনার ওয়েবসাইটে এটি কি কি কাজ করবে, তা তো ওপরের আলোচনা থেকে জানলেন। এবার চলুন জেনে নেই ওয়েবসাইটে কেন Google Analytics এর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

১. Google Analytics সম্পূর্ণ ফ্রি

বিভিন্ন সময়ে আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, "পৃথিবীতে কোনকিছুই ফ্রি না"। কিন্তু Google Analytics এর ক্ষেত্রে এ কথাটি ভুল। আপনি কোন প্রকার অর্থ ব্যয় ছাড়াই গুগলের এই দুর্দান্ত সার্ভিসটি উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়াও, এটি আপনাকে আপনার ওয়েবসাইটের কার্যকারিতা আরো বৃদ্ধি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।

অনলাইনে আরো অনেক Analytic টুল আছে যেগুলো প্রাথমিক সময়ের জন্য বিনামূল্যে সেবা দিয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে নির্ধারিত মাসিক ফি পরিশোধ করতে হয়। আবার কোন কোন টুল এককালীন চার্জও নিয়ে থাকে।

এগুলি সবাই আপনাকে আপনার ওয়েবসাইটের পারফরম্যান্স সম্পর্কিত চমৎকার সব তথ্য সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করি যে, Google Analytics ডেটা বিশ্লেষণের আরো বেশি বেশি সব তথ্য উপস্থাপন করে। আর তাও কিনা কোন রকমের খরচ ছাড়াই।

২. অটোমেটিক ডেটা সংগ্রহ

আপনি যদি একবার আপনার ওয়েবসাইটটি Google Analytics এ সাবমিট করেন, তাহলে এখানেই আপনার কাজ শেষ। তার পরবর্তী কাজগুলো গুগল আপনাকে করে দেবে। এটি আপনার ওয়েবসাইটের ভিজিটরদের যাবতীয় তথ্য অটোমেটিক সংগ্রহ করে আপনাকে প্রদান করবে।

৩. পছন্দমত রিপোর্ট দেখা

Google Analytics ব্যবহার করে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের পারফরমেন্স নিজের পছন্দমত দেখতে পারেন। আর এজন্য আপনি অনেকগুলো গুগল রিপোর্ট টেম্পলেট থেকে পছন্দ করতে পারেন বা আপনি নিজের কাস্টমাইজড রিপোর্ট তৈরি করতে পারেন।

শুধু তাই নয়, আপনি যে মেট্রিকে আপনার ওয়েবসাইটের ডেটাগুলো দেখতে চান, গুগল আপনাকে সেভাবেই দেখার সুযোগ করে দেবে। পাশাপাশি আপনি যদি প্রতিদিনকার হিসেব চান,

তাও দেখতে পারবেন। আবার সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক হিসেবগুলো একসাথে দেখতে পারবেন।

৪. অন্যান্য টুলসের সাথে সহজে Integrate করা

আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটের বিপরীতে গুগলের অন্যান্য টুলস যেমন: Adsense, Search Console কিংবা Adward ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে আপনি খুব সহজেই উক্ত প্রতিটি টুল Google Analytics এর সাথে Integrate করতে পারবেন। এর ফলে গুগলের অন্যান্য টুলসের তথ্য Google Analytics এর মাধ্যমে এনালাইস করা সম্ভব হবে। যা আপনার উৎপাদনশীলতা আরো বৃদ্ধি করবে।

৫. ভিজিটরদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানা

আপনার ওয়েবসাইটে প্রবেশের পরে একজন ভিজিটর কি করে, কোন পেজে যায় এসকল তথ্য আপনি যেহেতু Google Analytics এর মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছেন, এর ফলে আপনি ভিজিটরদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে পারবেন। ফলশ্রুতিতে ভিজিটরদের পছন্দের বিষয়গুলোতে কিভাবে আরো উন্নত করা যায়, তা সম্পর্কে আপনি পদক্ষেপ নিতে পারেন।

যেমন আপনি যদি দেখেন যে ভিজিটররা নির্দিষ্ট কোন একটি আর্টিকেল বেশি ভিজিট করছে অথবা গুগলে বেশি সার্চ করছে, তখন আপনি ওই আর্টিকেলটি পূর্বের থেকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করার উদ্যোগ নিতে পারেন। পাশাপাশি সেই আর্টিকেলে নতুন নতুন তথ্য যুক্ত করে সেটিকে আপডেট করতে পারেন।

৬. বাউন্স রেট

পরীক্ষা ও সমাধান: একজন ভিজিটর আপনার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যেমন জরুরী, একইভাবে সে যেন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেই সাথে সাথে বের হয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করাও অপরিহার্য। আপনার ওয়েবসাইট থেকে ভিজিটরদের বের হয়ে যাওয়ার মাত্রা আপনি Google Analytics এর Bounce Rate পর্যালোচনার মাধ্যমে জানতে পারবেন।

Bounce Rate পর্যালোচনার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন, ভিজিটররা আপনার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করছে কিন্তু তারা যা খুঁজছে তা খুঁজে পাচ্ছে না। অতিমাত্রার Bounce Rate এর পিছনে

কারণ সনাক্ত করার জন্য আপনি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে পারেন। এবং এর পরিমাণ যথাসম্ভব হ্রাস করতে পারেন।

৭. পারফেক্ট সোশ্যাল মিডিয়াগুলো টার্গেট

ওয়েবসাইটের ট্রাফিক রিসার্চের জন্য Google Analytics দুর্দান্ত একটি প্লাটফর্ম। এটি ব্যবহারের ফলে আপনি জানতে পারবেন কোন কোন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আপনার ওয়েবসাইটে সর্বোচ্চ ট্রাফিক আসে। এর ফলে আপনার জন্য সবথেকে ভালো সোশ্যাল মিডিয়াগুলোকে টার্গেট করা সম্ভব হবে।

আপনি যদি দেখেন যে ফেসবুকে পোস্ট শেয়ার করলে আপনার ওয়েবসাইটে প্রচুর তাহলে আপনি ফেসবুকের পাশাপাশি অন্যান্য প্লাটফর্ম নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করবেন যে কিভাবে সেসব মিডিয়া থেকে আরো বেশি ট্রাফিক নেয়া সম্ভব। যেহেতু ফেসবুক থেকে আপনি ভালো সংখ্যক ট্রাফিক পাচ্ছেন, সেহেতু আপনি অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায়ও স্ট্রং পজিশন গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারেন।

ওয়েবসাইটে Google Analytics সেটাপ

আপনি খুব সহজেই আপনার ওয়েবসাইটের জন্য Google Analytics সেটাপ করতে পারেন।

আর এজন্য সবার প্রথমে Google Analytics ওয়েসাইটে চলে যান। কাঙ্খিত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে আমরা ওপরে দেয়া চিত্রের ন্যায় একটি ইন্টারফেস পাবো। সেখান থেকে Start measuring বাটনে ক্লিক পরবর্তী অপশনে যান।

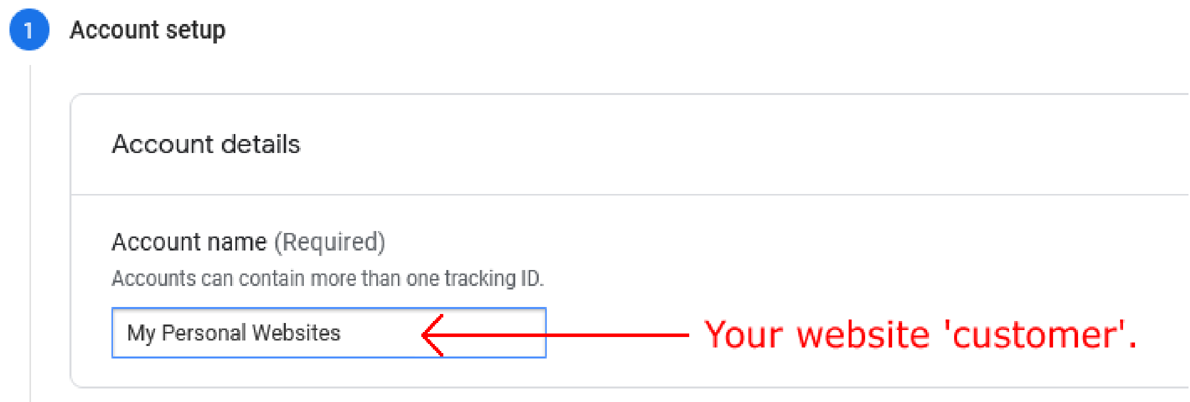

পরবর্তী অপশনে একটি একাউন্ট তৈরি করতে বলা হবে এবং একটি নাম দিতে বলা হবে। Account name বক্সে আপনার ওয়েবসাইটের নামটি লিখুন। এর পরে সবার কিছু অপশনাল অপশন পাবেন, যেখানে আপনি ইচ্ছে করলে টিক মার্ক দিয়ে রাখতে পারেন। সবার শেষে Submit বাটন ক্লিক করে পরবর্তী অপশনে যান।

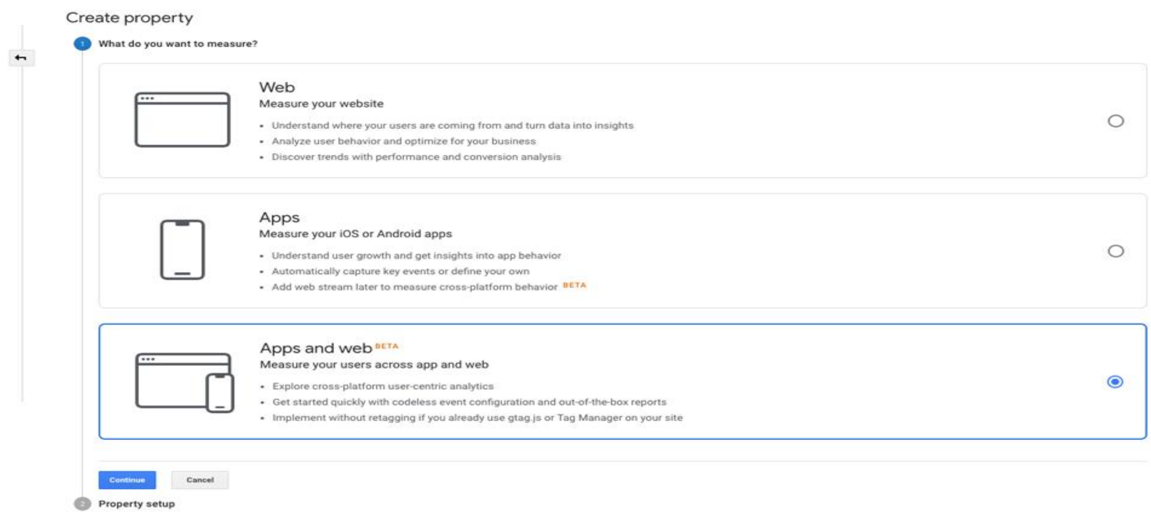

এরপরে আপনাকে "Where do you want to measure?" অপশনে নিয়ে যাওয়া হবে। Web, App, App and Web এর মধ্যে কোন প্লাটফর্মের জন্য আপনি Google Analytics

সেটাপ করতে চাচ্ছেন, তা সিলেক্ট করতে হবে। যেহেতু আমরা একটি ওয়েবসাইটের জন্য এই সার্ভিসটি নিতে চাচ্ছি, তাই আমরা Web অপশনে ক্লিক করে পরবর্তী অপশনে চলে যাবো।

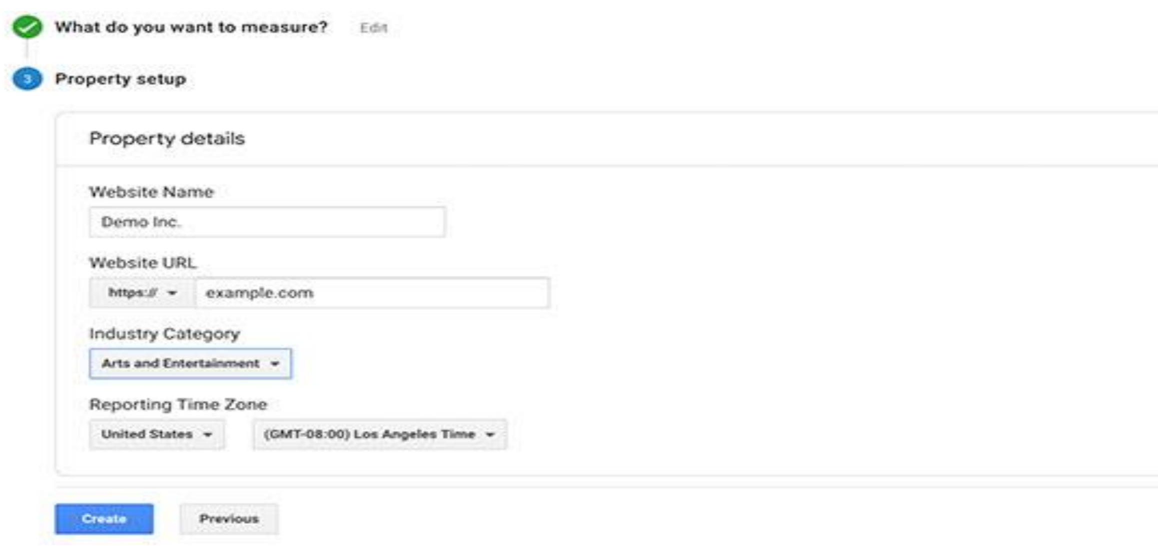

এখন আমাদের Property setup করতে হবে। একটি Property মানে একটি ওয়েবসাইট। Website Name অপশনে আমাদের ওয়েবসাইটের নামটি লিখুন। Website URL বক্সে আপনার ওয়েবসাইটের ডোমেইনটি লিখুন।

এরপরে Industry Category অপশনটি সতর্কতার সাথে নির্বাচন করুন। Industry Category বলতে আপনার ওয়েবসাইটটি ঠিক কি ধরনের, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। এখানে আপনি News, Shopping. Treatment, Entertainment, Education, Blog এ ধরনের বেশকিছু Category দেখতে পাবেন। যেহেতু আমাদের ওয়েবসাইটটি একটি ব্লগ, তাই আপনি Blog Category সিলেক্ট করুন। এরপরে Reporting Time Zone থেকে আপনার ওয়েবসাইটের লোকেশনটি সিলেক্ট করে পরবর্তী অপশনে চলে যান।

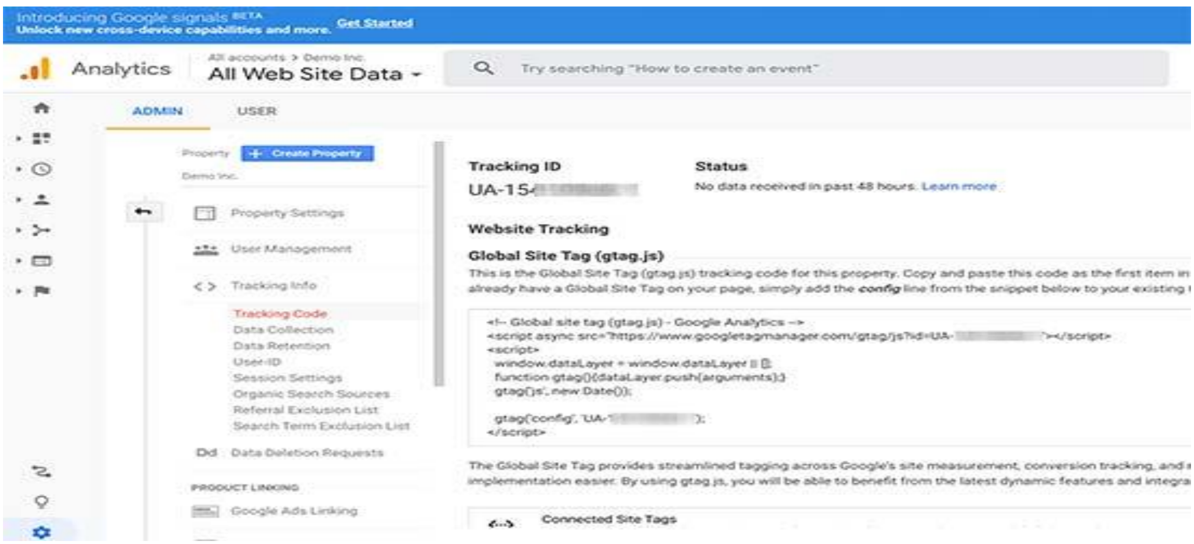

পরবর্তী অপশনে আপনাকে Verify ownership অপশনে নিয়ে আসা হবে। ওয়েবসাইটটি যে আপনারই সেটা গুগলের কাছে প্রমাণ করতে হবে। আর এ জন্য গুগল আপনাকে একটি Tracking code দেবে। এই Tracking code টি সম্পূর্ণ কপি করে আপনার ওয়েবসাইটের <head></head> এর মধ্যে যেকোন এক জায়গা পেস্ট করে দিন। এটি করার মধ্য দিয়ে আপনার ওয়েবসাইটটি Google Analytics এ সাবমিট করা হয়ে যাবে।

সতর্কতা: Tracking code <head> </head> এর মধ্যে পেস্ট করার পরে এটি কখনোই রিমুভ করা যাবে না। এটি রিমুভ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে গুগল আপনার ওয়েবসাইট সম্পর্কে ডেটা সংগ্রহ বন্ধ করে দেবে।

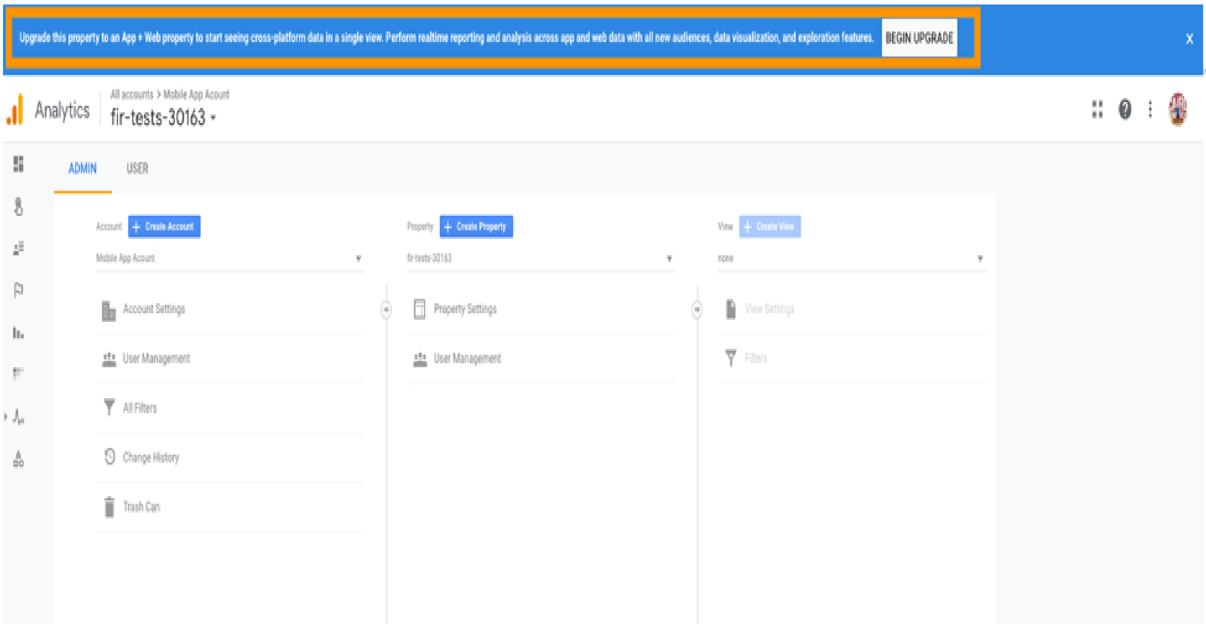

আপনার ওয়েবসাইটটি একবার গুগলের এই প্লাটফর্মে সেটাপ হয়ে গেলে এটি ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ আপনার জন্য খুবই সহজ মনে হবে।

Google Search Console

মোট কথা, Google Search Console হচ্ছে এমন একটি ফ্রি সেবা, একজন ওয়েবসাইটের মালিক, ডেভেলপার বা কোন এসইও এক্সপার্টকে বুঝতে বুঝতে শেখায় যে তাদের ওয়েবসাইট গুগলে কেমন পারফরমেন্স করছে। শুধু তাই নয়, মোবাইল ডিভাইস বা ডেস্কটপ কম্পিউটারে আরও বেশি লোক আপনার সাইটে ভিজিট করছে কি না এবং আপনার সাইটের কোন পেজগুলো সর্বাধিক জনপ্রিয় তা আপনি গুগলের এই ফ্রি টুলটির মাধ্যমে পরীক্ষা করতে পারেন।

এটি আপনাকে ওয়েবসাইটের সমস্যাগুলো খুঁজে বের করতে এবং তা সংশোধন করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ওয়েবসাইটের সাইটম্যাপ জমা দিতে এবং একটি রোবটস টেক্সট ফাইল তৈরি এবং চেক করতে সহায়তা করতে পারে।

Google Search Console এর কাজ কি?

অনেক, অনেক এবং অনেক। আপনার যদি একটি ওয়েবসাইট থাকে, তাহলে আপনি Google Search Console এ প্রয়োজনীয়তা কখনোই অস্বীকার করতে পারবেন না। আমরা সকলেই জানি, একটি ওয়েবসাইটকে সার্চ রেজাল্টে সবার আগে নিয়ে আসতে এসইও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। Google Search Console আপনাকে সাহায্য করে এটি বুঝতে যে, আপনার এসইও সঠিক পথে এগোচ্ছে কি না।

Google Search Console এর মাধ্যমে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের উন্নতি এবং অবনতি খুঁজে বের করতে পারবেন। নিচের চিত্রে আপনি মুহসিন ডট কম এর গত ৩ মাসে সার্চ ইঞ্জিনে অবস্থান দেখতে পাচ্ছেন।

দেখা যাচ্ছে সর্বশেষ তিন মাসে কোর্সটিকায় গুগল সার্চ থেকে প্রায় দেড় লক্ষ ভিজিটর ক্লিক করে প্রবেশ করছে। তার ঠিক পাশেই Total Impression দেখা যাচ্ছে। যার অর্থ হলো, সর্বশেষ তিন মাসে ওয়েসাইটটি গুগল সার্চে প্রায় ১.২২ মিলিয়নবার দেখানো হয়েছে।

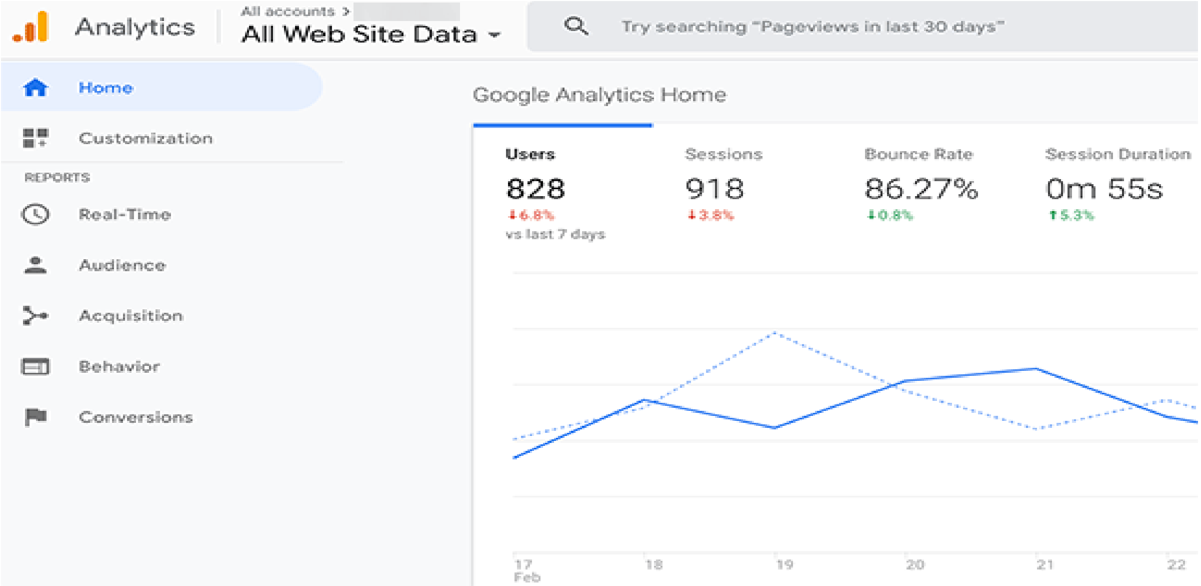

একই সাথে ওয়েবসাইটের Keyword গুলো গুগলে কত নম্বর পজিশনে আছে, সেটিও দেখা যাচ্ছে ছবিটিতে। আপনার ওয়েবসাইটের উন্নতি এবং অবনতি একটি গ্রাফের মাধ্যমে গুগল আপনার সামনে খুব সুন্দর এবং কার্যকরীভাবে উপস্থাপন করছে। এই চিত্রের বাইরে আরো অনেক ফিচার আছে, যা আপনি Google Search Console ব্যবহারের মাধ্যমে পেতে পারেন। যেমন:

.

- URL Inspection: আপনার সাইটের পেজগুলো গুগলে ইনডেক্স কিনা, তা URL Inspect করে জানা যাবে।
- Sitemap: আপনার ওয়েবসাইটকে পূর্ণাঙ্গ ক্রল করতে গুগলের কাছে একটি Sitemap সাবমিট করতে পারবেন।
- Removals: যদি মনে করেন ওয়েবসাইটের কোন পেজ বা পোস্ট গুগল সার্চে দেখানোর প্রয়োজন নেই, তাহলে সেটি রিমুভ করতে পারবেন।
- Mobile Usability: আপনার ওয়েবসাইটটি মোবাইল দিয়ে ভিজিট করার সময়ে ভিজিটরা কেমন অভিজ্ঞতা অনুভব করছে, সেই তথ্য জানতে পারবেন।
- Backlinks: আপনার ওয়েবসাইটের Backlinks পরীক্ষা করতে পারবেন।

কেন Google Search Console ব্যবহার করবেন?

GSC ব্যবহারের অসংখ্য কারণের বিপরীতে এটি ব্যবহার না করার কারণ একটিও নেই। একাধারে বিনামূল্যে এবং সর্বাধিক কার্যকরী এসইও টুল হিসেবে এটি বিশ্বের বাঘা বাঘা সব

এসইও এক্সপার্টদের কাছে জনপ্রিয়। আপনি একবার এই প্লাটফর্মে আপনার ওয়েবসাইটটি সাবমিট করে দিলে এরপর গুগল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েবসাইট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য আপনার সামনে নিয়ে হাজির করবে।

আপনার ওয়েবসাইটের অগ্রগতি হচ্ছে, নাকি পিছিয়ে যাচ্ছে আপনি তা এই চমৎকার টুলটির মাধ্যমে জানতে পারবেন। পাশাপাশি ওয়েবসাইটের টেকনিকাল কোন সমস্যা থাকলে তা কিভাবে সংশোধন করবেন, গুগলই আপনাকে সেই পরামর্শ দেবে। আর এত সবকিছু আপনি পাচ্ছেন একেবারেই বিনামূল্যে।

Google Search Console কিভাবে ব্যবহার করবেন?

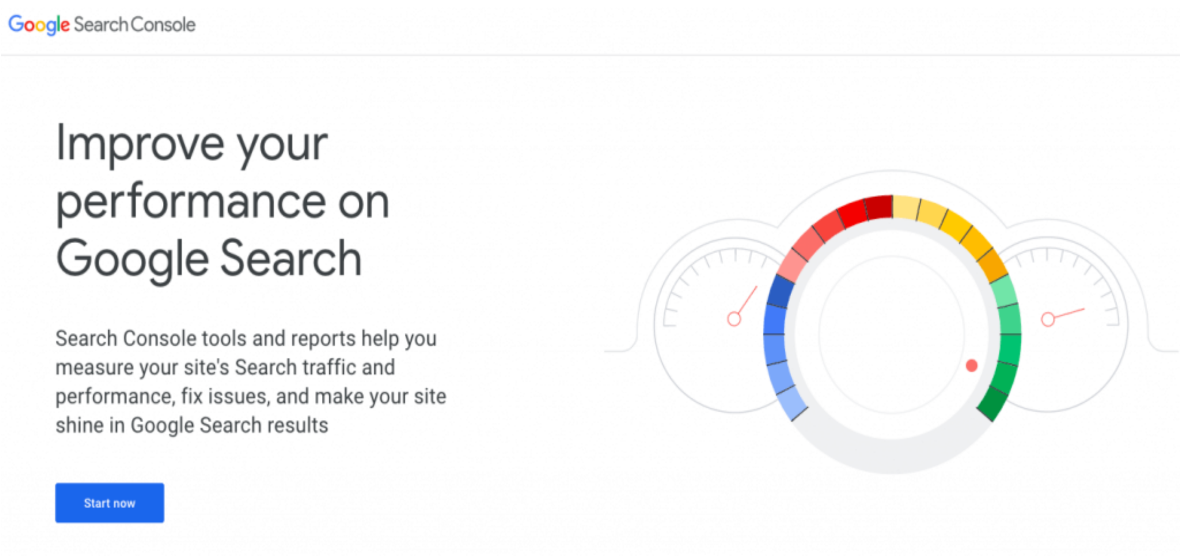

আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য খুব সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারেন। আর এজন্য প্রথমেই Google Search Console এর সাইটে গিয়ে Stard now বাটনে ক্লিক করুন।

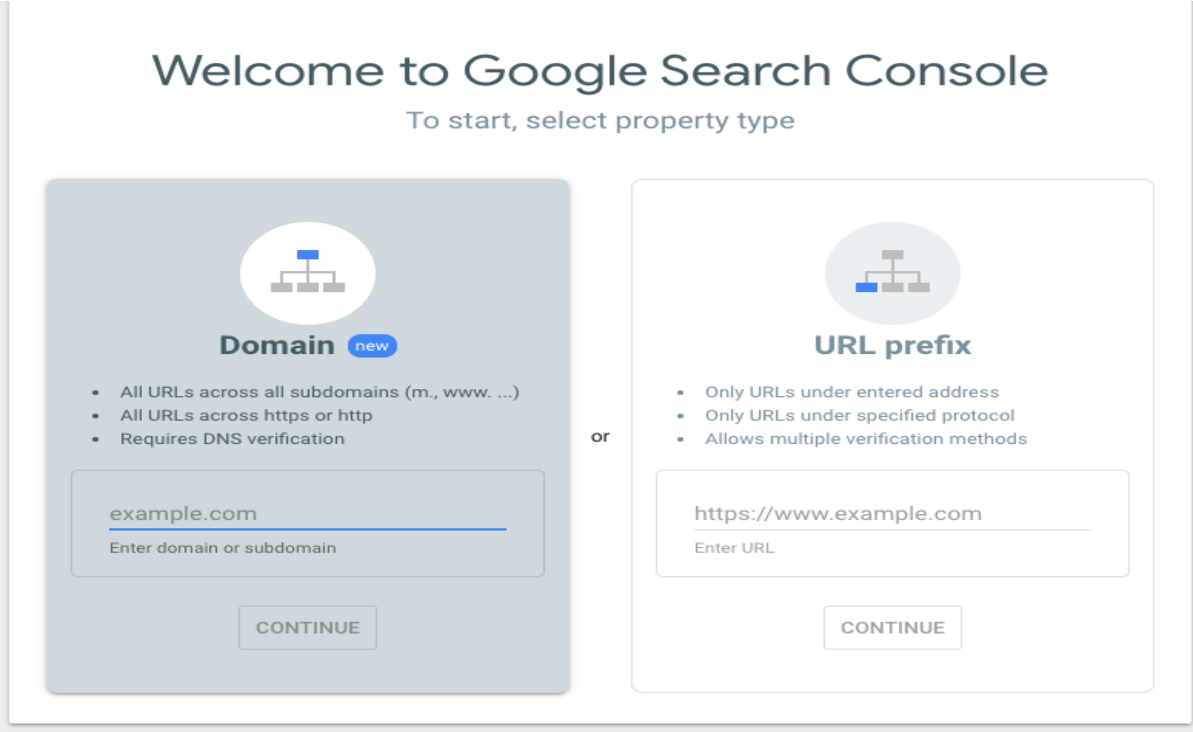

নিয়ে আসা হবে এবং property অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটের ডোমেইন যুক্ত করতে বলা হবে। Ad property অপশনে ক্লিক করলে একটি পপ-আপ উইন্ডো চলে আসবে। উপরে দেয়া চিত্রের ন্যায়।

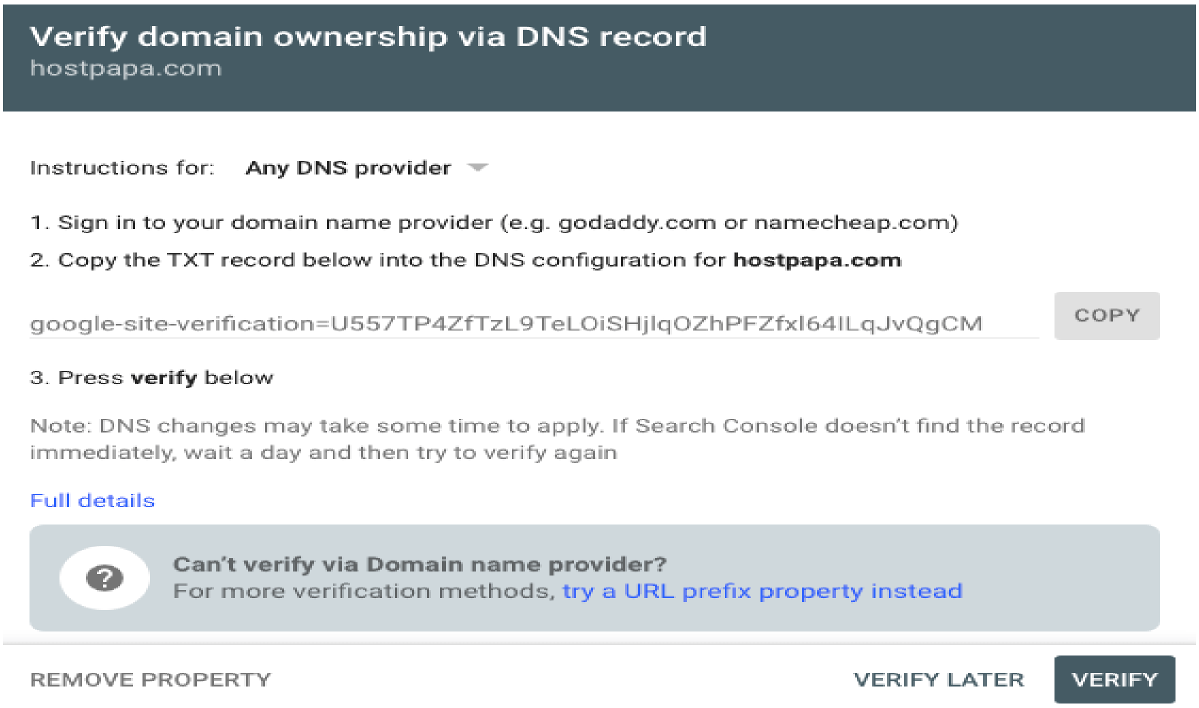

আপনার ওয়েবসাইটের লিংক চাওয়া হবে।

Continue বাটনে ক্লিক করার পরে আপনাকে Verify ownership অপশনে নিয়ে আসা হবে। ওয়েবসাইটটি যে আপনারই সেটা গুগলের কাছে প্রমাণ করতে হবে। আর এ জন্য গুগল

আপনাকে একটি HTML ফাইল দেবে। আপনার কাজ হচ্ছে HTML ফাইলটি ডাউনলোড করে আপনার cPanel এ আপলোড দেয়া।

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আপনার ওয়েবসাইটের ডোমেইনটি cPanel এর যে Directory তে রয়েছে, HTML ফাইলটিও সেই একই Directory তে আপলোড করা হয়। ফাইলটি সেখানে আপলোড করা হয়ে গেলে VERIFY বাটনে ক্লিক করুন। ব্যস, হয়ে গেল আপনার ওয়েবসাইটটি Google এর Search Console এ সাবমিট করা।

সতর্কতা: HTML ফাইলটি আপলোডের পর এটি cPanel থেকে কখনোই রিমুভ করা যাবে না। এটি রিমুভ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে গুগল আপনার ওয়েবসাইট ক্রল করা বন্ধ করে দেবে।

Domain property এবং URL prefix এর মধ্যে পাথক্য কি?

Domain Property

এই অপশনটি সার্চ কনসোল এ নতুন এ্যাড করা হয়েছে। ডোমেইন প্রোপার্টি অপশনটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, আপনি যখন রুট ডোমেইনটি ভেরিভাই করে ফেলবেন তখন আপনার এই ডোমেনের সকল ভার্সন (যেমন: http, https, www, non-www) আর পৃথকভাবে ভেরিফাই করতে হবে না। এমনকি এই ডোমেইনের সকল সাব-ডোমেনও (যেমন: http://m.website.com) আর আলাদা ভাবে ভেরিফাই করার প্রয়োজন নেই।

URL prefix

অপরদিকে এটি ডোমেইন প্রোপার্টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি পুরাতন সার্চ কনসোল ভেরিফিকেশন মেথড। এখানে আপনাকে আপনার ডোমেনেইর প্রতিটি ভার্সনকে আলাদা আলাদা ভাবে ভেরিফাই করতে হবে (যেমন: http, https, www, non-www)। আথবা, আপনি যে ভার্সনটিকে লাইভ রেখেছেন আপনি শুধু ঐ ভার্সন এর ডেটা দেখার জন্য শুধুমাত্র ঐ ভার্সনটি ভেরিফাই করলেই

হবে।

আপনি কোনটি করবেন? Domain property নাকি URL prefix ?

আপনি চাইলে একই সাথে ডোমেইন প্রোপার্টি এবং ইউআরএল প্রিফিক্স প্রোপার্টি রাখতে পারেন। কিন্তু এতে করে অতিরিক্ত কোনো সুবিধা আপনি পাবেন না। কারণ, আপনি যখন ডোমেইন প্রোপার্টি ভেরিফাই করে ফেলছেন তখন অটোমেটিক্যালি আপনার সকল ভার্সন (যেমন: http, https www, non-www), সাব- ডোমেইনের ডাটা এখান থেকেই পাবেন।

Domain property এবং URL prefix এর মধ্যে পাথক্য কি? আপনি কোনটি করবেন? Domain property নাকি URL prefix?" এই অংশটুকু মুহসিন ডট কম থেকে ফেয়ার ইউজের উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে।

Search Console আপনার ওয়েবসাইটটি সাবমিট করার পরে গুগল আপনার ওয়েবসাইটটি ক্রল করা শুরু করবে এবং ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলো Index করা শুরু করবে। গুগল যখন আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলো Index করবে, সেটি আপনাকে তারা একটি মেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে।

গুগলের ওয়েবমাস্টার টুলটি সত্যিকার অর্থেই দুর্দান্ত। বর্তমান সময়ে এর গ্রহণযোগ্যতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যবসায়িক মালিক এবং শখের দোকান থেকে শুরু করে এসইও বিশেষজ্ঞরা এটিই প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকে। বিশেষত, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এখান থেকে আপনি যে অথেনটিক তথ্যগুলো পাবেন, তা আপনি টাকা খরচ করে অন্য কোথাও পাবেন না।

তাই আপনি যদি Google Search Console এখনো পরীক্ষা না করে থাকেন, তাহলে আপনার উচিৎ হবে আজই এখানে আপনার ওয়েবসাইটকে যুক্ত করা। তারপরে দেখুন, এটি কিভাবে আপনার বিপণন আর এসইও বাড়াতে সহায়তা করেছে।

সাইটম্যাপ (Sitemap)

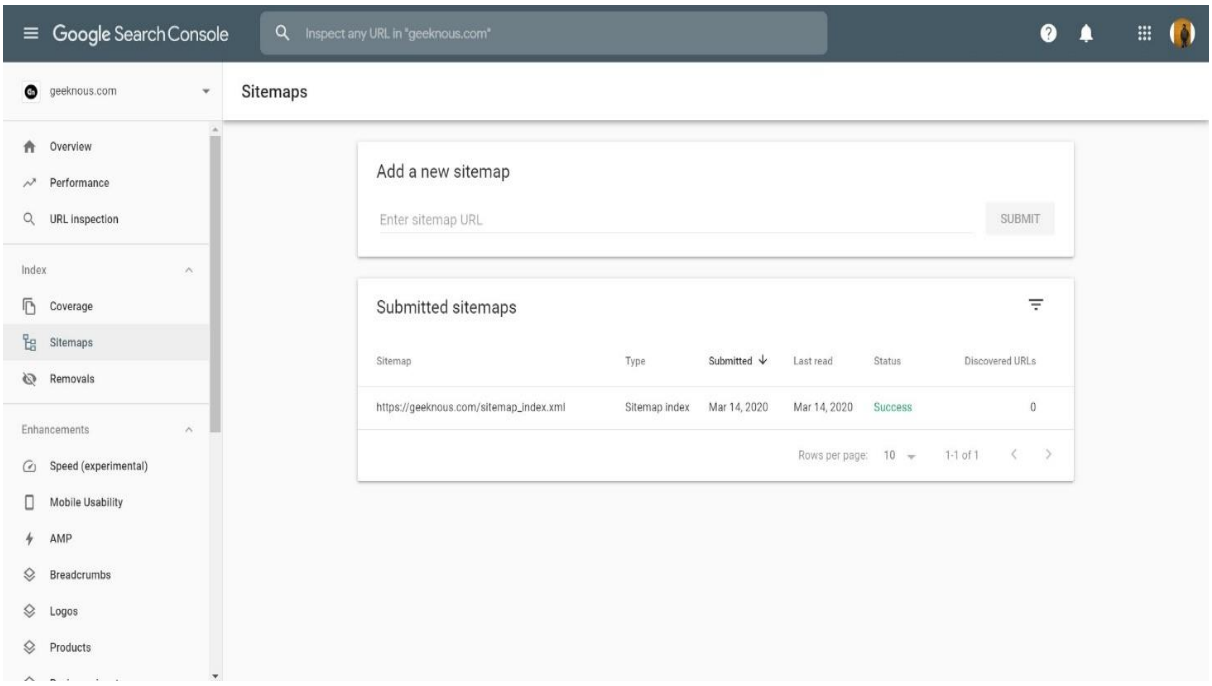

বর্তমান সময়ে একটি ওয়েবসাইটের সাথে আরেকটি ওয়েবসাইটের প্রতিযোগিতা এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, শুধুমাত্র সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশনের ওপর অনেকেই নির্ভর করে থাকতে চান না। যারা কারণে নতুন একটি ধারণার উদ্ভব হয়েছে, যার নাম সাইটম্যাপ (Sitemap)। এই Sitemap এসইও'র সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করে ওয়েবসাইটকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।

সার্চ ইঞ্জিন একটি ওয়েবসাইট ক্রল (Crawl) করে এবং মেটা ট্যাগের পাশাপাশি .txt ফাইলগুলোও সার্চ করে। যখন একটি XML সাইটম্যাপ তৈরি করা হয়, এটি সার্চ ইঞ্জিনকে ওয়েবসাইটের আরো গভীরে ক্রল (Crawl) করতে সাহায্য করে। সাইটম্যাপ ওয়েবসাইটের মালিককে পেজগুলো সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সার্চ ইঞ্জিন দিয়ে ক্রল করতে দেয়। এছাড়াও XML সাইটম্যাপ একটি ওয়েবসাইটের সর্বশেষ আপডেট রেকর্ড করে থাকে, যা সে পরবর্তীতে সার্চ ইঞ্জিনের কাছে পৌঁছে দেয়। আর আমরা যেহেতু গুগল এসইও নিয়ে আলোচনা করছি, তাই আমাদের ওয়েবসাইটকে XML সাইটম্যাপের মাধ্যমে গুগল সার্চের সাথে সংযুক্ত করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

সাইটম্যাপ কেন ব্যবহার করবো?

সার্চ ইঞ্জিন দ্বারা সহজেই আপনার ওয়েবসাইটকে খুঁজে পাওয়া ছাড়াও সাইটম্যাপ ব্যবহারের অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে। সাইটম্যাপ আপনার সাইটে যে কোনও পরিবর্তন সম্পর্কে তৎক্ষণাত

সার্চ ইঞ্জিনকে জানিয়ে দেয়। সুতরাং আপনার ওয়েবসাইটে যদি একটি সাইটম্যাপ না থাকে, তাহলে আপনি সর্বদা সার্চ ইঞ্জিনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার প্রত্যাশা করতে পারেন না।

যদি আপনার ওয়েবসাইটটি নতুন হয়, তাহলে আপনার অবশ্যই একটি সাইটম্যাপ যুক্ত করা উচিত। এর ফলে ওয়েবসাইট নতুন হলেও গুগল সার্চ ইঞ্জিন খুব দ্রুতই আপনার ওয়েবসাইট সম্পর্কে জেনে যাবে এবং তা সার্চ রেজাল্টে আনতে সক্ষম হবে।

ওয়েবসাইটে সাইটম্যাপ সেটাপ

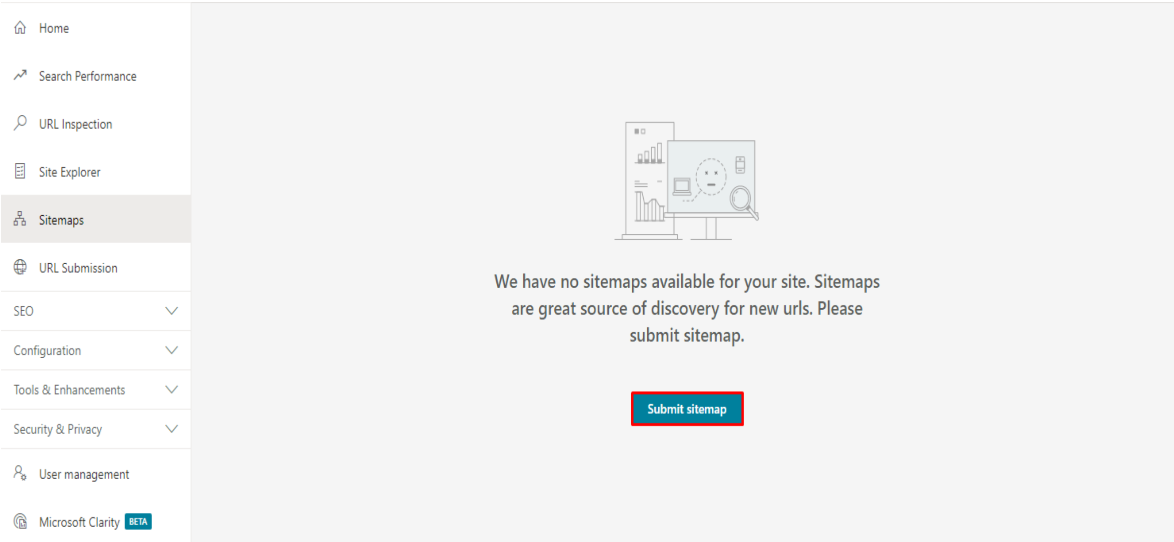

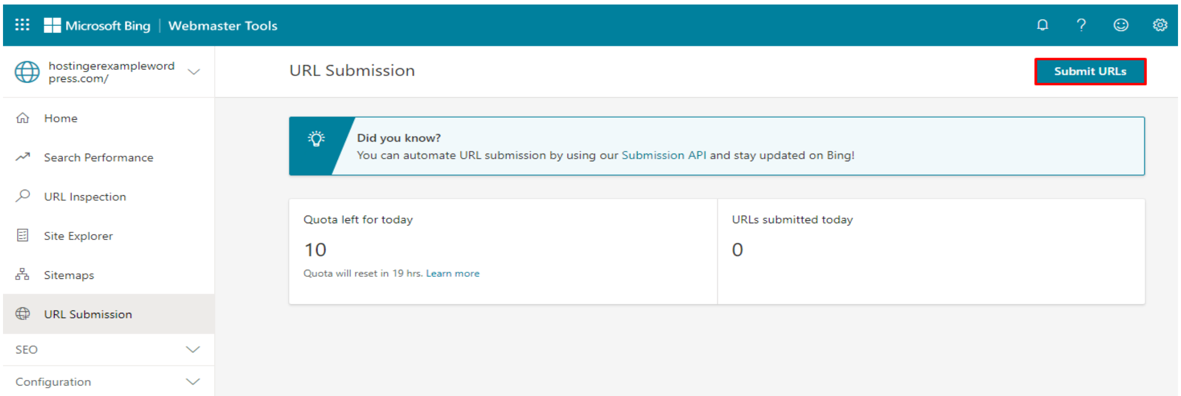

আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য মেনুয়ালি সাইটম্যাপ তৈরি করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি এতটা এ্যাডভান্সড না হয়ে থাকেন, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি বিভিন্ন অনলাইন টুল থেকে খুব সহজেই সাইটম্যাপ জেনারেট করতে পারবেন। অনলাইনে সাইটম্যাপ জেনারেট করার জনপ্রিয় একটি টুল হচ্ছে XML Sitemap Generator. প্রথমে এই ওয়েবসাইটে যান। এরপরে ওপরে চিত্রের ন্যায় একটি ইন্টারফেস আসলে ফাঁকা বক্সে আপনার ওয়েবসাইটের ডোমেইনটি

বসিয়ে দিন। আমরা উদাহরণ দেয়ার জন্য মুহসিন ডট কম ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করেছি। এরপরে START বাটনে ক্লিক করুন।

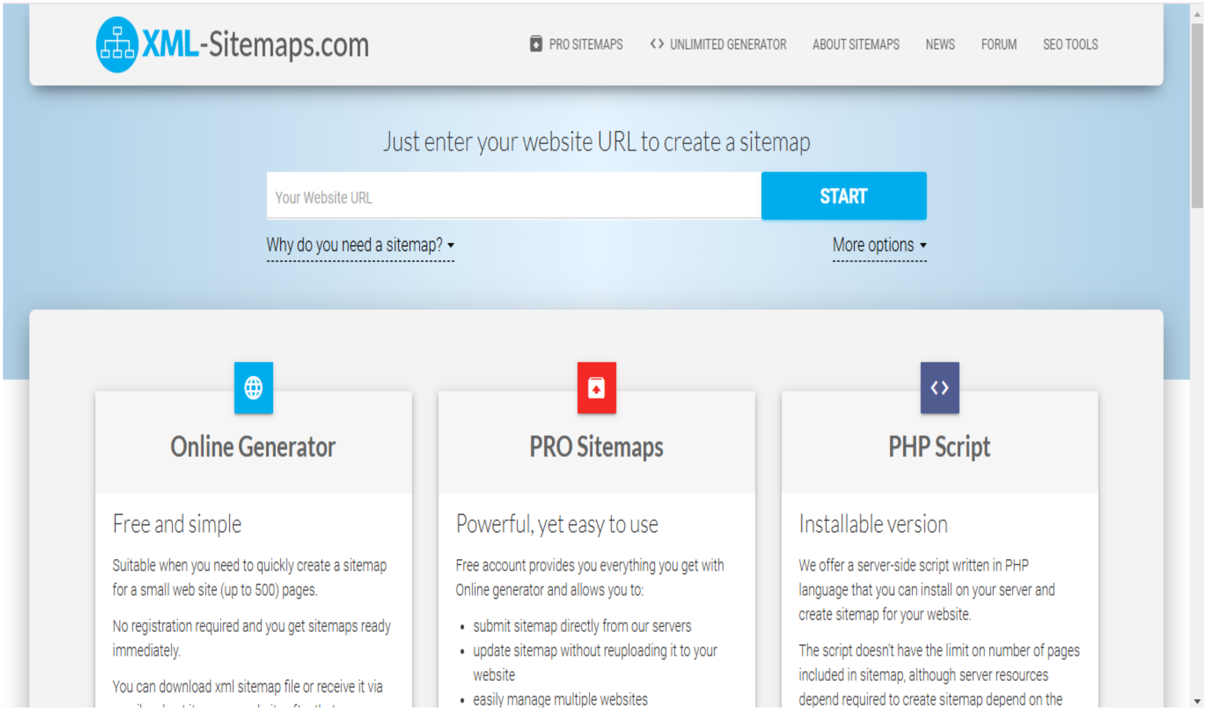

START বাটনে ক্লিক করার পরে আপনি দেখতে পাবেন আপনার ওয়েবসাইটের জন্য সাইটম্যাপ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আপনার ওয়েবসাইটের কোন কোন পেজগুলো এই সাইটম্যাপের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে, তা আপনি লাইভ দেখতে পাবেন। সাইটম্যাপ তৈরির এ প্রক্রিয়া কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত চলতে পারে। কতটা সময় লাগবে তা নির্ভর করে আপনার ওয়েবসাইটটি কত বড় এবং এতে কতগুলো পেজ আছে, তার ওপর।

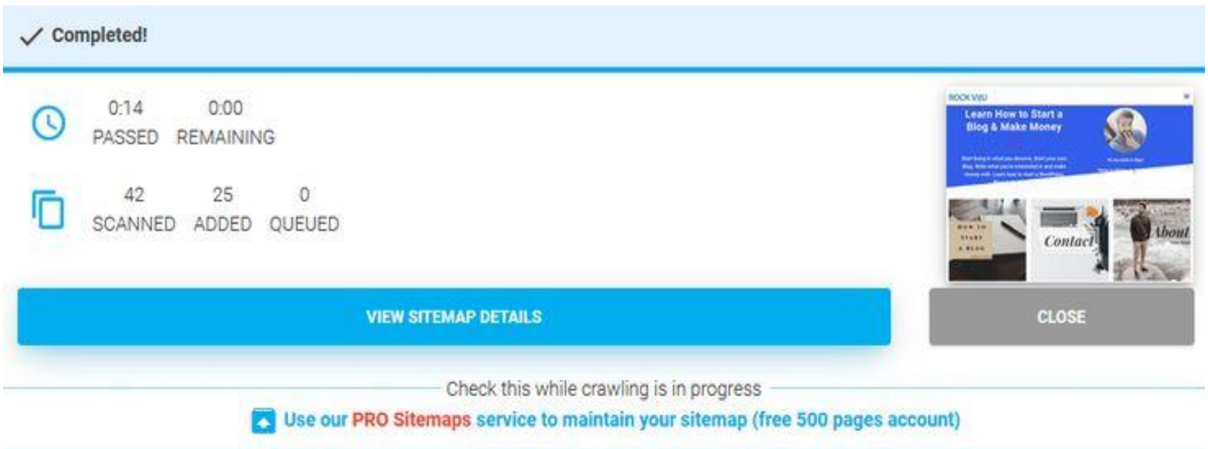

সাইটম্যাপ তৈরির প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে আপনি "Completed" নামে একটি ডায়ালগ বক্স দেখতে পাবেন। এরপরে VIEW SITEMAP AND DETAILS বাটনে ক্লিক করে পরবর্তী অপশনে যান।

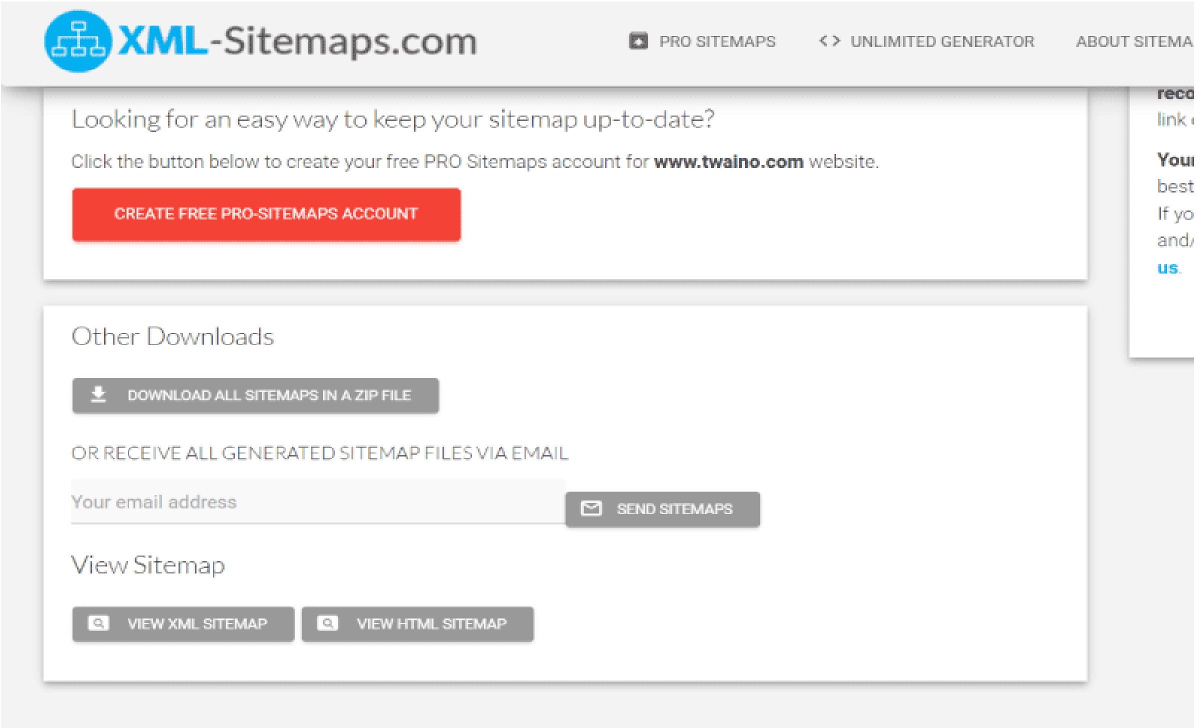

পরবর্তী অপশনে আপনাকে সাইটম্যাপ ফাইলটি ডাউনলোড করতে বলা হবে।

DOWNLOAD YOUR SITEMAP FILE বাটনে ক্লিক করে ফাইলটি ডাউনলোড করে নিন। সাইটম্যাপ ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেলে আপনি আপনার ডাউনলোড ফোল্ডারে sitemap.xml নামে একটি ফাইল পাবেন।

এরপরে ডাউনলোড করা sitemap.xml ফাইলটি আপনার ওয়েবসাইটের cPanel এ আপলোড করতে করুন। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আপনার ওয়েবসাইটের ডোমেইনটি cPanel এর যে Directory তে রয়েছে, sitemap.xml ফাইলটিও সেই একই Directory তে আপলোড করা হয়।

সতর্কতা: sitemap.xml ফাইলটি আপলোডের পর এটি cPanel থেকে কখনোই রিমুভ করা যাবে না। এটি রিমুভ হয়ে গেলে সাইটম্যাপের মাধ্যমে সার্চ কনসোলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

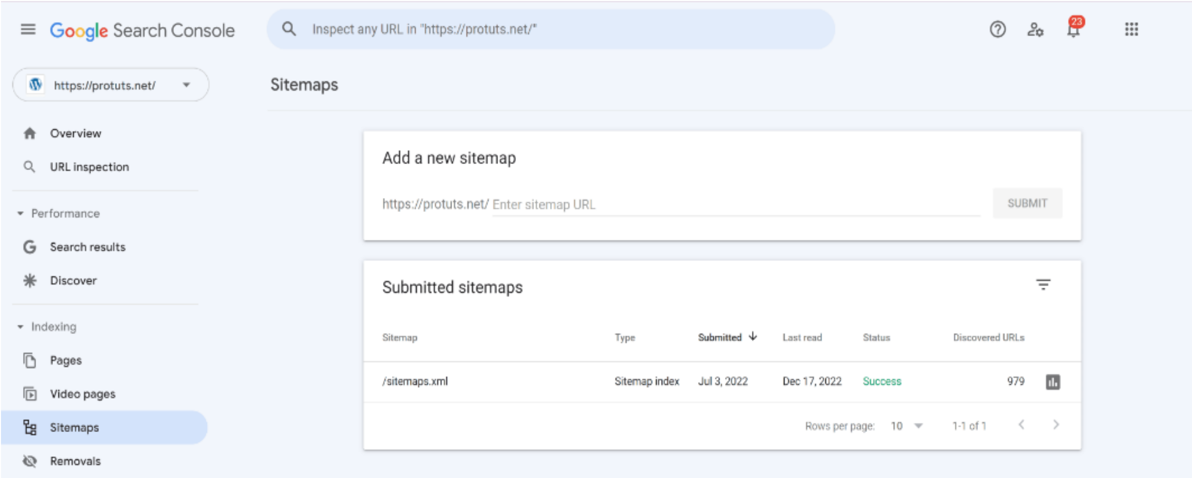

আমরা এর আগে টপিকে Google Search Console সেটাপ সম্পর্কে শিখেছিলাম। এখন আমরা আমাদের cPanel এ সদ্য আপলোড করা সাইটম্যাপটি Search Console এ সাবমিট করবো। এজন্য Google Search Console ওয়েবসাইটে গিয়ে সাইডবার থেকে Sitemaps অপশনে ক্লিক করুন। এরপরে Add a new sitemap নামে একটি অপশন পাবেন। Enter sitemap URL এর জায়গায় sitemap.xml কথাটা লিখে Submit বাটনে ক্লিক করুন।

আমাদের ওয়েবসাইটে সাইটম্যাপ সেটাপের প্রক্রিয়া শেষ। এটা সাবমিট হয়ে গেলে গুগল সার্চ কনসোল আপনার ওয়েবসাইটটি আর গভীর ক্রল করতে শুরু করবে। ফলে আপনার ওয়েবাসাইটে প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে, তা গুগল সার্চ ইঞ্জিন সাথে সাথেই জেনে যাবে।

এসইওর কিছু ভুল প্রাকটিস

ব্লগারদের কাছে ব্লগ একটি স্বপ্নের নাম। এটি যেমন একজন ব্লগারকে নাম ও খ্যাতি এনে দেয়, একইভাবে অর্থ উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে এই ব্লগ। একজন লেখকের অনলাইন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অনলাইনে তার ইতিবাচক বিচরণ অতীব জরুরী। আর এক্ষেত্রে ব্লগিং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফরম। অনেকেই চোখে নানা স্বপ্ন নিয়ে আসেন ব্লগিং এ ক্যারিয়ার জয় করার। কিন্তু অপ্রিয় সত্য এই যে, সঠিক নিয়ম কানুন না মেনে ব্লগ প্রকাশ করা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অনুসরণ না করায় অনেকের ব্লগিং ক্যারিয়ার মুকুলেই ঝড়ে যায়। ভুল পথে ব্লগিং করার ফলে আপনার ব্লগে ট্রাফিক বা ভিজিট আসবে না। আপনি হয়তো অনেক চেষ্টা করবেন, কিন্তু আগে থেকেই ভুল কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করায় গুগলে আপনার ওয়েবসাইট র‍্যাঙ্ক হবে না। আর যখনই এমনটা হবে, আপনি হতাশার মধ্যে পরে যাবেন। ফলে আপনার একজন সফল ব্লগার হওয়ার স্বপ্ন অকালেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

আমরা ১০ টি মারাত্মক ভুল নিয়ে আলোচনা করবো, যেগুলো একজন উদীয়মান ব্লগার প্রায়শই করে থাকে। পাশাপাশি আমরা এই সমস্যাগুলোর সঠিক সমাধান বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো। এর ফলে আপনি আপনার ব্লগিং ক্যারিয়ারের সঠিক গাইডলাইন খুঁজে পেতে সক্ষম হবেন।

একজন ব্লগার হিসেবে যখন আপনি নতুন এই প্লাটফরমে আসবেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেক কিছুই আপনার অজানা থাকবে। আমরা সেই বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করবো, যাতে করে আপনি আপনার ভুলগুলো সংশোধন করে নিতে পারেন। এর ফলে আপনার ওয়েবসাইটে আগের তুলনায় আরো বেশি ট্রাফিক আসবে এবং আপনার সফলতাও আগের থেকে অনেকাংশে বেড়ে যাবে। অপরদিকে আপনি

যদি এই মারাত্মক ১০ টি ভুল সংশোধন না করে এড়িয়ে যান, তাহলে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ভিজিটর আনা সত্যিই খুব কঠিন ব্যপার হয়ে উঠবে।

১. নিম্নমানের হোস্টিং ব্যবহার করা

একটি ওয়েবসাইট হচ্ছে একটি স্বপ্ন। এর সাথে জড়িয়ে থাকে অনেক আবেগ, ত্যাগ এবং পরিশ্রম। কিন্তু আপনার এই পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিটর না

আসে। ওয়েবসাইটে ট্রাফিক না আসার অন্যতম প্রধান একটি কারণ হচ্ছে অতি নিম্নমানের হোস্টিং ব্যবহার করা। বেশির ভাগ নতুন ব্লগারই কোন না কোনভাবে নিম্নমানের হোস্টিং ব্যবহার করে থাকেন।

আর এই নিম্নমানের হোস্টিং আপনার ওয়েবসাইটকে র‍্যাঙ্ক না করানোর জন্য দায়ী। যখন আপনি খুবই নিম্নমানের হোস্টিং ব্যবহার করবেন, আপনার ওয়েবসাইট অনেক স্লো হয়ে যাবে। এর ফলে আপনার ওয়েবসাইটটি খুবই কম গতিতে লোডিং হবে। আর অপেক্ষাকৃত স্লো সাইট হওয়ায় গুগল সার্চে আপনার ওয়েবসাইটটি অনেক পিছিয়ে যাবে। ফলে আপনি অনেক বড় অংকের একটি ভিজিটর হারাবেন।

এছাড়াও হোস্টিং যদি মানসম্মত না হয়, বেশিরভাগ সময়েই আপনার ওয়েবসাইট ডাউন থাকবে। অর্থাৎ, ভিজিটর আপনার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবে না। ফলে আপনার ওয়েবসাইটটি গুগলের কাছে কোয়ালিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না।

সুতরাং টাকা একটু বেশি খরচ হলেও ভালো মানের হোস্টিং ব্যবহার করুন। বিদেশী হোস্টিং প্রোভাইডারের পাশাপাশি বর্তমানে বাংলাদেশেও অনেক প্রোভাইডার আছেন যার ভালো মানের হোস্টিং সুবিধা দিয়ে থাকেন। তবে যাদের সেবাই গ্রহণ করেন না কেন, অবশ্যই আগে তা যাচাই করে নেবেন।

২. ফ্রি ডোমেইন ব্যবহার করা

প্রাথমিকভাবে ব্লগিং শেখার জন্য আমি ফ্রি ডোমেইন ব্যবহার করাকেই বেশি সাজেস্ট করে থাকি। কিন্তু যখন আপনি প্রফেশনালি আপনার ব্লগটিকে দাঁড় করাতে যাবেন, তখন এই ফ্রি ডোমেইনের ব্যবহার মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। অনেককেই দেখা যায় প্রফেশনাল লেভেলে প্রবেশ করেও blogspot বা wordpress এর ফ্রি ডোমেইন ব্যবহার করেন। যা অনেক বড় ভুল।

প্রিমিয়াম ডোমেইনের বদলে ফ্রি ডোমেইন ব্যবহার করলে তা গুগলে সার্চ রেজাল্টে অনেক প্রভাব ফেলে। সার্চ ইঞ্জিনে সাধারণত ফ্রি ডোমেইনগুলোর সাইট কম আসে। ফলে এখান থেকে আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিটর আসার সম্ভাবনাও খুবই কম।

একটা কথা মনে রাখবেন, যে ওয়েবসাইট দিয়ে আপনি টাকা উপার্জন করবেন, সেই ওয়েবসাইটের পেছনে আপনাকে অবশ্যই কিছু বিনিয়োগ করা উচিত। নয় তো তার ফল কখনোই খুব একটা ভালো হবে না।

বর্তমানে একটি .com ডোমেইন ৯০০ টাকায় পাওয়া যায়। অনেক ডোমেইন প্রোভাইডার আছেন, যারা ৯০০ টাকার কমেও .com ডোমেইন প্রোভাইড করে থাকেন। এছাড়া .net, .info এবং org ডোমেইনগুলোও অল্প দামে পাওয়া যায়।

তাই আপনি অল্প কিছু টাকা খরচ করলেই হয়তো একটি ভালো মানের প্রিমিয়াম ডোমেইন কিনতে পারবেন। আর এই প্রিমিয়াম ডোমেইন ব্যবহার করলে যে শুধু আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিটর আসবে তা নয়, এটা আপনার ওয়েবসাইটকে প্রফেশনাল একটি লুকিং এনে দেবে। ফলে আপনার সাইটের প্রতি ভিজিটরদের আকর্ষণ এবং আস্থা দুটোই বাড়বে।

৩. নিম্ন মানের থিম ব্যবহার করা

প্রফেশনাল ব্লগের জন্য নিম্ন মানের থিম ব্যবহার করা মারাত্মক একটি সিদ্ধান্ত। সাধারণত কিছু ফ্রি এবং নিম্ন মানের থিমে প্রফেশনাল লেভের কোডিং করা থাকে না। যার ফলে ওই থিমগুলো এসইও ফ্রেন্ডলি হয় না।

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে থিমের কোডিং এর সাথে এসইও'র কি সম্পর্ক? হ্যাঁ, সম্পর্ক আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্ন মানের থিমগুলোতে কোডিং এর স্টান্ডার্ড মেইনটেইন করা হয় না। যেমন, কেউ কেউ কনটেন্টের মেইন হেডলাইনের জন্য h2 অথবা তার পরবর্তী ট্যাগগুলো ব্যবহার করে থাকে। অথচ একটি হেডলাইনকে এসইও ফ্রেন্ডলি করতে হলে h1 ট্যাগের ব্যবহার বাঞ্চনীয়। অপরদিকে এ ধরনের থিমগুলোতে আপডেট আসার সম্ভাবনা কম থাকে। অনেক ক্ষেত্রে থাকেই না। এ থিমগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্লো হয়। ফলে সাইটের লোডিং স্পীড দীর্ঘ করে। তাই নতুন ব্লগার হিসেবে নিম্নমানের থিম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার চেষ্টার করুন।

অল্প কিছু টাকা খরচ করে প্রিমিয়াম থিম কিনে ফেলুন। Themeforest থিম বিক্রির জনপ্রিয় একটি প্লাটফরম। এখানে আপনি আপনার সাধ্যের মধ্যে অল্প খরচেই মানসম্মত থিম পাবেন।

পরবর্তীতে থিম ব্যবহারে কোন প্রকার সমস্যা হলে ওই থিমের অভিজ্ঞ ডেভেলপারগণ আপনাকে তবে একান্তই যদি ফ্রি থিম ব্যবহার করতে হয়, তাহলে ওয়ার্ডপ্রেসের থিম গ্যালারী থেকে বিনামূল্যে হাজার হাজার থিম ব্যবহার করতে পারেন। এই থিমগুলো ফ্রি হলেও কোয়ালিটির দিক থেকে বেশ ভালো।

অনলাইন সাপোর্ট দেবে। তাছাড়া, প্রিমিয়াম থিমগুলোতে আপনি যে এডভান্স ফিচারগুলো পাবেন, তা একটি ফ্রি থিমে পাওয়া সম্ভব না।

৪. নিম্নমানের আর্টিকেল পোস্ট করা

নতুন ব্লগার তো বটেই অনেক ক্ষেত্রেই পুরোনো ব্লগারদেরও ব্লগে নিম্নমানের আর্টিকেল পোস্ট করতে দেখা যায়। অধিকাংশ সময়েই তারা আর্টিকেল লেখার ন্যূনতম নিয়মগুলো মেইনটেইন করেন না। একটি আর্টিকেল লিখতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। একটি ভালো মানের আর্টিকেল লিখতে হাতে ২/১ ঘণ্টা সময় নিয়ে কাজে নেমে পরা একদমই উচিত নয়। আপনাকে মনে রাখতে হবে, ব্লগে প্রকাশিত আর্টিকেলের গুণগত মানই হচ্ছে আপনার ব্লগের পরিচয়। আর ব্লগিং ক্যারিয়ারে সফলতা পাওয়ার জন্য এই দিকে ভালো ভাবে লক্ষ্য দেয়াটা প্রথম থেকেই অনেক জরুরি একটি বিষয়।

আপনি যখন একটি ভালো ও সমৃদ্ধ আর্টিকেল লিখবেন, আপনাকে অবশ্যই অনেক তথ্য রিচার্স করে লিখতে হবে। একটি আর্টিকেল লিখতে আরো ১০ টি ওয়েবসাইটের সাহায্য নিতে হবে। স্বভাবতই এ জন্য আপনার যথেষ্ট পরিমাণে সময় ব্যয় করতে হবে।

কিন্তু যারা অল্প সময়েই অধিক সফলতা চায়, তারা আর্টিকেল লেখার পেছনে সময় দিতে চায় না। ফলে বিভিন্ন ব্লগ থেকে কপি-পেস্ট করে নিজের ব্লগে পাবলিশ করে দেয়। এ ধরনের নিম্নমানের আর্টিকেলগুলো সার্চ রেজাল্টে আসে না। ফলে সার্চ ইঞ্জিন থেকে ট্রাফিক পাওয়াটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়াও আর্টিকেল লেখার ক্ষেত্রে আপনাকে বিশেষ কিছু নিয়ম মানতে হবে।

একটি আর্টিকেলের শুরু থেকে শেষ অবধি অনেকগুলো অংশ থাকে। এই অংশগুলো কিভাবে সাজাবেন তা জানতে হবে। কিভাবে একটি আর্টিকেলকে প্রফেশনাল রূপ দেবেন, এ সম্পর্কে আমরা কোর্সটিকার কনটেন্ট রাইটিং পর্বে লিখেছি। লেখাগুলো পড়ে নিতে পারেন।

তাই ব্লগে লেখার আগে সাধারণ নিয়মগুলো মেনে আর্টিকেল লিখলে আপনার আর্টিকেলের মান অনেক উন্নত হবে।এতে করে ভিজিটরদের কাছে আপনার লেখা আর্টিকেলের মূল্যায়ন বাড়বে। ফলে গুগলে আপনার আর্টিকেল সহজেই র‍্যাঙ্ক দখল করে নেবে।

৫. কীওয়ার্ড রিসার্চ

আপনি যদি নির্দিষ্ট একটি বিষয় আর্টিকেল লিখতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনার ওই বিষয়টি সম্পর্কে কীওয়ার্ড রিসার্চ করে নিতে হবে।

অনেক ব্লগাররাই এই বিষয়টি এড়িয়ে যান। কীওয়ার্ড রিসার্চ এসইওর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা কোন আর্টিকেল লেখার আগেই করতে হয়। আপনি যখন একটি আর্টিকেল লেখার প্রস্তুতি নেবেন, তখন আপনাল বিষয়বস্তুর সাথে সম্পকৃক্ত এমন কিছু শব্দ বা বাক্যাংশই হচ্ছে কীওয়ার্ড। এই কীওয়ার্ড সাধারণত সার্চ ইঞ্জিনকে টার্গেট করে তৈরি করা হয়।

মনে করুন, একটি কীওয়ার্ড যেমন: "কিভাবে ব্লগ তৈরি করবো" এর ওপরে আর্টিকেল লিখার কথা ভাবছেন। তাহলে কীওয়ার্ড রিসার্চ টুল ব্যবহার করে এই কীওয়ার্ড, মাসে কতবার গুগল সার্চ হচ্ছে, অথবা এই কীওয়ার্ডের প্রতিযোগিতা (competition) বেশি না কম তার সবটাই জেনে নিতে পারবেন।

কীওয়ার্ড রিসার্চের মাধ্যমে কোন কীওয়ার্ড ব্যবহার করা লাভজনক এবং কোন কীওয়ার্ড টার্গেট করলে লাভ হবে না সেটা খুঁজে বের করা সম্ভব।

তাই, পারফেক্ট কীওয়ার্ড রিসার্চ করে আপনি অনেক সহজে লাভজনক কীওয়ার্ডগুলো টার্গেট করে আর্টিকেল লিখতে পারেন। এর ফলে গুগল সার্চ থেকে অধিক পরিমাণে ট্রাফিক ও ভিজিটর পেতে সক্ষম হবেন। কীওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য আপনি গুগলের Google Keyword Planner ব্যবহার করতে পারেন। এটি ফি, ব্যবহার করা সহজ এবং অনেক কার্যকরী।

৬. কীওয়ার্ড অপটিমাইজ

আপনার ব্লগের আর্টিকেলের জন্য কীওয়ার্ড রিসার্চই শেষ কথা নয়। কীওয়ার্ড রিসার্চের পরে আসে রিসার্চ করা কীওয়ার্ডটি আর্টিকেলের কোথায় কোথায় বসাবেন, সেই বিষয়টি। আপনার রিসার্চ করা কীওয়ার্ডটি আর্টিকেল লেখার সময় বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করতে হবে। এটাই মূলত কীওয়ার্ড অপটিমাইজেশন। ভালোভাবে কীওয়ার্ড অপটিমাইজ না করার ফলে ভালো এবং

মানসম্মত আর্টিকেল লেখা সত্ত্বেও আপনার আর্টিকেলগুলো গুগল সার্চ ইঞ্জিনের সেরা ১০ রেজাল্টে র‍্যাঙ্ক করবে না।

একটি আর্টিকেলের বিভিন্ন অংশ রয়েছে। যেমন: টাইটেল, সাব-টাইটেল, মেটা ডিসক্রিপশন, URL Address, Image Alt Tag ইত্যাদি।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে রিসার্চ করা কীওয়ার্ডটি আর্টিকেলের এই সকল জায়গায় সফলভাবে ব্যবহার করলে ওই আর্টিকেলটি খুব দ্রুত র‍্যাঙ্ক করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এছাড়া আর্টিকেলের প্রথম প্যারাগ্রাফ এবং আর্টিকেলের আরো কিছু অংশে বেছে নেয়া টপিকের কীওয়ার্ডটি ব্যবহার করতে হয়। এতে, সার্চ ইঞ্জিন অনেক সহজে বুঝতে পারে যে আপনার আর্টিকেল সেই টার্গেট করা কীওয়ার্ড সাথে জড়িত। ফলে, টার্গেট করা কীওয়ার্ড এর মাধ্যমে নিজের ব্লগের আর্টিকেলে অধিক পরিমাণে ট্রাফিক পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

এক্ষেত্রে আপনি যদি ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করে ব্লগ তৈরি করে থাকেন, তাহলে Yoast SEO প্লাগিনটি বিনামূল্যে ব্যবহার করে অনেক সহজে নিজের আর্টিকেলে কীওয়ার্ড অপটিমাইজ করতে পারবেন। পাশপাশি এর পেইড ভার্সনটি ক্রয় করে আরো বেশ কিছু প্রিমিয়াম সার্ভিস পাবেন।

৭. Interlinking ব্যবহার

একটি ওয়েবসাইটের এসইও প্রক্রিয়া প্রধানত দুই প্রকার হয়ে থাকে। একটি অন পেজ এবং আরেকটি অফ পেজ। Interlink অন পেজ এসইওর অন্তর্ভুক্ত। অন পেজ এসইওর ক্ষেত্রে Interlinking খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

এই পদ্ধতিতে আপনার ওয়েবসাইটেরই একটি আর্টিকেলের সাথে অন্য একটি আর্টিকেলের লিংকিং করতে হবে। যখন আপনি কোন একটি বিষয়ে আর্টিকেল লিখবেন, তখন আপনার উচিত হবে আপনার ওয়েবসাইটে আগে থাকা অন্য কোন আর্টিকেলের লিংক ওই নতুন পেজে উল্লেখ করা। এর ফলে কোন পাঠক একটি আর্টিকেল পড়া শেষ হতে না হতেই আরেকটি আর্টিকেল চোখের সামনেই পেয়ে যাবে। ফলে ওই পাঠক আপনার দেয়া আরেকটি আর্টিকেলের লিংকে ক্লিক করবে। এতে করে আপনার ভিজিটর বৃদ্ধি

পাবে।

আপনার মনে রাখতে হবে, অন পেজ এসইও-তে Interlinking একটি সেরা মাধ্যম যা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে ভালো ফলাফল এনে দেয়। তাই আপনি যদি এখনো আপনার ওয়েবসাইটে Interlinking প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেন তাহলে এটা আপনার জন্য মারাত্মক একটি ভুল। আপনার কনটেন্টের ভালো র‍্যাঙ্ক পেতে হলে এর Interlinking প্রক্রিয়া অনিবার্য।

৮. সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ব্লগারদের শুধুমাত্র ফেসবুক কেন্দ্রিক পাবলিসিটি করতে দেখা যায়।

আর্টিকেল পাবলিশ করে শুধুমাত্র ফেসবুকে শেয়ার করাটাকেই অনেকে যথেষ্ট বলে মনে করে। কিন্তু এটা ভুল একটি কাজ। ফেসবুক থেকে আপনার অনেক বড় ধরনের একটি ভিজিটর আসবে এটা সত্য। কিন্তু তার পাশাপাশি অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায়ও আপনার ব্লগের অস্তিত্ব টিকিয়া রাখতে হবে।

আপনার ব্লগের জন্য বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রোফাইল তৈরি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরবর্তীতে সেখানে আপানার লেখা পোস্টগুলোকে শেয়ার করতে হবে। শেয়ার করার জন্য আপনি পিন্টারেস্ট, লিংকডইন কিংবা টুইটারের মত প্লাটফরমগুলোকে বেছে নিতে পারেন। প্রাথমিকভাবে এসব সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আপনি খুব বেশি ট্রাফিক পাবেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে আপনার শেয়ার করা সেই পোস্টগুলো সার্চ ইঞ্জিনে আসতে থাকবে। যেখান থেকে পরবর্তীতে আপনি অনেক ট্রাফিক পেতে সক্ষম হবেন।

এছাড়াও একটি ওয়েবসাইটের সকল সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রোফাইল তৈরি থাকলে ভিজিটরদের ওই ওয়েবসাইটের প্রতি আস্থা বাড়ে। যা আপনার ওয়েবসাইটের জন্য খুবই ভালো এবং ইতিবাচক দিক। তাই শুধু ফেসবুকই না, অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায়ও আপনার ওয়েবসাইটের নামে প্রোফাইল তৈরি করুন। সেগুলোর লিংক আপনার ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করুন এবং নিয়মিত আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্ট সেখানে শেয়ার করতে থাকুন।

৯. গেস্ট ব্লগিং না করা

আপনার ওয়েবসাইটকে র‍্যাঙ্ক করার জন্য আপনাকে ব্যাকলিংক তৈরি করতে হবে। আর বেশি বেশি ব্যাকলিংকের জন্য আপনাকে গেস্ট ব্লগিং করতে হবে। ওয়েবসাইট র‍্যাঙ্কের জন্য ব্যাকলিংক বিল্ড করা একটি কার্যকরী সমাধান।

গেস্ট ব্লগিং হচ্ছে নিজের ব্লগের বাইরেও পরিচিত অন্যের ব্লগে লেখালেখি করা।

আপনি যদি পরিচিত অন্য কারো ব্লগে লেখালেখি করেন, তাহলে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের লিংক সেখানে শেয়ার করার সুযোগ পাবেন। যা আপনার ওয়েবসাইটের জন্য অনেক ভালো একটা দিক। কিন্তু বেশিরভাগ ব্লগ লেখকরাই এটা নিয়ে খুব একটা ভাবে না। বা অন্য ব্লগে লেখার সুযোগ তৈরি করতে পারে না। কিন্তু আপনাকে বেশি বেশি গেস্ট ব্লগিং করতে হবে এবং সেখানে নিজের ব্লগের লিংক শেয়ার করতে হবে। এর ফলে আপনার ওয়েবসাইটের ব্যাকলিংক বাড়বে। আর গুগল ওই সকল ওয়েবসাইটকেই র‍্যাঙ্ক করে দেয়, যাদের ভালো ব্যাকলিংক রয়েছে।

নতুন বা প্রফেশনাল ব্লগারদের জন্য গেস্ট ব্লগিং করার ক্ষেত্র কোর্সটিকা একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্র। আপনি ইচ্ছে করলে কোর্সটিকায় গেস্ট ব্লগার হিসেবে লিখতে পারেন এবং আপনার নিজের ওয়েবসাইটের লিংক শেয়ার করতে পারেন। কোর্সটিকায় লেখা পাঠান mail@courstika.com এই ঠিকানায়।

১০. নিয়মানুবর্তিতার অভাব

নতুন ব্লগাররা খুব অল্প সময়েই বেশি সাফল্য পাওয়ার চেষ্টা করে। যেটা আসলে কখনোই সম্ভব না। ব্লগিং এ সাফল্য পেতে হলে আপনাকে যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিতে হবে এবং নিজের ব্যতিক্রমধর্মী মেধা প্রয়োগ করতে হবে।

অনেককেই দেখা যায়, যারা নিজের ব্লগে নিয়মিত লেখা প্রকাশ করেন না। মাসে দুই একটি আর্টিকেল পাবলিশ করলে ব্লগের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। আপনার ব্লগ নিয়মিত আপডেট না রাখলে সার্চ ইঞ্জিনে তার র‍্যাঙ্ক হারাবে। তাই দেরীতে এবং অনিয়মিত ব্লগ আপডেট করাটা একটি সাংঘাতিক ভুল। যদি আপনি ব্লগিং এ সফল হতে চান এবং গুগল সার্চে অধিক ট্রাফিক পেতে চান, তাহলে আপনার নিজের ব্লগে নিয়মিত আর্টিকেল পাবলিশ করতে হবে। আপনি যদি আপনার ব্লগে নিয়মানুবর্তি না হন তাহলে সফলতা পেতে অনেক কষ্ট হতে পারে। তাই, নিজের ব্লগ নিয়মিত আপডেট রাখুন এবং প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুইটি আর্টিকেল পাবলিশ করুন।

সবশেষে ব্লগিং হচ্ছে একজন ব্লগারের মেধা প্রকাশের জায়গা। এটা হেলাফেলা করার মতো কোন কাজ না। আপনি যেহেতু এই পেশায় চলেই এসেছেন, তার মানে ধরে নিতে হবে আপনি অনেক কিছুই জানেন। তাই ব্লগের কার্যকারিতা আরো বৃদ্ধি করতে ওপরে উল্লেখিত ভুলগুলো সংশোধনের চেষ্টা করুন। ভালো কনটেন্ট লেখার পরেও যদি আশানুরূপ ভিজিটর না আসে, তবে আপনি কি কি ভুল করছেন, তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করুন।

সমাপ্ত

PEYEC - পেয়েছি

আপনার সফল ডিজিটাল ক্যারিয়ার গড়ার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টায়ঃ

পেয়েছি বাংলাদেশ + শিকদার আইটি ল্যাব

একই স্থানে পাচ্ছেন ২১ টিরও বেশি কোর্স এবং সঠিক ফ্রিল্যান্সিং এর গাইডলাইন, এছাড়াও একটি সয়ংসম্পুর্ন পেশাদার ফর্মুলা নিয়ে আপনার আইটি ক্যারিয়ারের যাত্রা শুরু করুন এখান থেকেই।

আমাদের কোর্স সমূহ